জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব।

'গীতায় ঈশ্বরবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ বি-এল

প্রণীত।

৪।৩ক নং কলেজ স্কোয়ার হইতে
হোয়াইট লোটাস পাবলিশিং কোম্পানি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
উইলিয়ম্‌স্‌ লেন, ৪ নং ভবনস্থ
দাস যন্ত্রে,
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মূল্য ॥০

১৩৩৫

জগদ্গুরুর আবির্ভাব।

প্রথম অধ্যায়।

কয়েক বৎসর হইতে থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর মধ্যে শুনা যাইতেছে যে, অচিরে এই মর্ত্ত্যধামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, যাঁহার আগমনে জগতের সমস্ত অস্বস্তি ও অশান্তি তিরোহিত হইয়া এক পুণ্য নবযুগের সূচনা হইবে। প্রথম প্রথম এ সুসংবাদ বিশেষ প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হইত না; কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যখন 'প্রাচ্য তারা-সমিতি' (Order of the Star in the East) নামক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন হইতে এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতেছে। বস্তুতঃ সেই মহাপুরুষের আগমন-প্রতীক্ষাতেই এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই সঙ্ঘের কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা এখন প্রায় ২৫,০০০। উত্তরোত্তর যেরূপ সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ২।১ বৎসরের মধ্যে লক্ষাধিক সভ্য হওয়া বিচিত্র নহে। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সঙ্ঘের সভ্যেরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, ইহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্শী, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীই যোগ দিয়াছেন, এবং সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে ইয়োরোপে মহাকুরুক্ষেত্রের ব্যাপারে প্রতিদিন এই আবাহন-শ্লোকগুলি পাঠ করেন :—

"O Master of the Great White Lodge, Lord of the religions of the world, come down again to the earth that needs thee and help the nations that are longing for thy presence. Speak the world of Peace, which shall make the people to cease from their quarrellings: speak the word of Brotherhood whereby the warring classes and castes shall know themselves as one. Come with the might of Thy Love, come in the splendour of Thy power, and save the world which is longing for Thy coming, O Thou who art the Teacher alike of angels and of men."

অর্থাৎ, "হে দেবমানবের শিক্ষক পরমগুরু ধর্ম্মপালক পরমর্ষিদেব! আমাদের এই পাপতাপক্লিষ্ট হিংসাজর্জ্জরিত বসুন্ধরায় আর একবার আবির্ভূত হও; জগৎ তোমার আশাপথ চাহিয়া আছে, নরনারী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার শান্তিপাঠে জনগণের কলহ অন্তর্হিত হউক, জাতি-জাতির বর্ণ-বর্ণের বিবাদ প্রশমিত হউক, মানবমণ্ডলী ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হউক। এস প্রভু! তোমার প্রেমের শক্তিতে, তোমার ঐশ্বর্য্যের মহিমায় এস, এই আর্ত্ত জগৎকে পরিত্রাণ কর।"

যাঁহার উদ্দেশ্যে এই আবাহন-বাণী উচ্চারিত হইতেছে, সেই জগদ্গুরু কি সত্য সত্যই আবির্ভূত হইবেন? এ স্থলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে:— **তাঁহার আবির্ভাবের প্রমাণ কি?** বলা বাহুল্য, ভবিষ্যদ্ ঘটনা বর্ত্তমানে **প্রমাণিত** করা যায় না। এইমাত্র দেখান যায় যে, সে ঘটনা সঙ্গত ও সম্ভব। ভবিষ্যদ্ ঘটনার ঘটনাই প্রমাণ। অন্য প্রমাণ হইতে পারে না।

আর ইহাও বক্তব্য যে, জগদ্গুরু যখন সত্য সত্যই আবির্ভূত হইবেন, তখনও যে সকলে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে, ইহার সম্ভাবনা অল্প। পৃথিবীর অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার

জগতে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। এমন কি, শাস্ত্র যদি মিথ্যা না হয়, তবে ইহাও নিঃসংশয় যে, ভগবান্ স্বয়ংই একাধিকবার মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু কখনও কি তিনি সর্ব্ববাদিসম্মতমতে স্বীকৃত হইয়াছেন? তাঁহাকে কয়েক জন মানিয়াছে—অনেকে মানে নাই। এবারেও তাহাই হইবে। যখন জগদ্‌গুরু সশরীরে আবির্ভূত হইবেন, কেহ কেহ তাঁহাকে মানিবে, অনেকে তাঁহাকে মানিবে না।

কথাটা একটু বিশদ করা ভাল। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এখন আমরা অনেকে স্বীকার করি যে :—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

অর্থাৎ—'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।' যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর, তিনিই 'মায়া-মানুষ-বিগ্রহ' গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে এ ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে আজ প্রায় ৫০০০ বৎসরের কথা, তখনও এখনকার মত হেতুবাদ (rationalism) এবং বৈজ্ঞানিক বিচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এবং শ্রীকৃষ্ণ ভারতবাসীর নয়নগোচর হইয়া বহুদিন ভারতভূমিতে লীলা করিয়াছিলেন।

ব্যাস, ভীষ্ম, উদ্ধব, বিদুর, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহামান্য মনীষিগণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার দ্বেষ্টার অভাব ছিল না। সেই জন্য তিনি গীতায় বলিয়াছেন :—

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া
মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।'

'মনুষ্যদেহধারী আমাকেও মূঢ়গণ অবজ্ঞা করে।' অন্যত্র—তিনি বোধ হয় যেন ক্ষোভের সহিতই বলিয়াছেন :—

'তান্ [illegible] দ্বিষতঃ ক্রূরাণ্ সংসারেষু নরাধমান্।'—গীতা

'আমি সেই ক্রূর দ্বেষকারী মনুষ্যাধমদিগকে (হীন যোনিতে নিক্ষেপ করি)।' এমন যে গীতা, যাহা ধর্ম্মপিপাসুর পক্ষে অমৃতরসস্বরূপ, যাহা

ত্রিতাপতাপিতের পরম সান্ত্বনা, তাহাও তিনি তাঁহার অসূয়াকারীকে শুনাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

'ইদং তে নাতপস্কায় * *

ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।'—গীতা

যিনি ধর্ম্মের রক্ষক, জগতের পালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ মণিচোর অপবাদে কলঙ্কিত করিয়াছিল। এখনও 'নষ্টচন্দ্রের কলঙ্ক' এ দেশের প্রবাদবাক্যের মধ্যে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ না কি এক যদু-শিশুকে হত্যা করিয়া তাহার কণ্ঠ হইতে স্যমন্তকমণি চুরি করিয়াছিলেন! ধন্য জনরব! জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সেই যুগের ক্ষত্রিয়াগ্রণী রাজগণের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্যবহার মহাভারতের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। জরাসন্ধের উৎপাতে ও উপদ্রবভয়ে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সহিত মথুরা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্ত্তী রৈবতক পর্ব্বতে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেই পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুপাল-কৃত কৃষ্ণনিন্দা কাহার অবিদিত? যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞরক্ষকরূপে পাণ্ডব-সভায় অধিষ্ঠিত হইলে সহদেব কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের নিয়োগ-মতে শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ইহাতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া অকথ্য ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "যেমন গোপনে ঘৃতের কণা ভক্ষণ করিয়া কুক্কুর আত্মশ্লাঘা করে, ওহে কৃষ্ণ! তাহার ন্যায় তুমি আপনার অনুপযুক্ত পূজার বহুমান করিতেছ।" তদুত্তরে মহাজ্ঞানী ভীষ্ম বলিয়াছিলেন,—"কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা। তিনিই সর্ব্বভূতের অধীশ্বর।" ইহার পর 'সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী' নারদ সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন,—'যাঁহারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় পরাঙ্মুখ, সেই নরাধমেরা জীবন্মৃত। তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই।' কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছিল? আমরা মহাভারতপাঠে জানিতে পারি

যে, 'শিশুপাল (স্বপক্ষীয়) মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ-সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল।' পরে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শিশুপালের রণ-কণ্ডূতি নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে দেখা যায় যে, যখন ভারত-যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের পক্ষে পঞ্চগ্রাম-বিনিময়ে সন্ধির শেষ প্রস্তাব লইয়া দূতরূপে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবানের এই দৌতকার্য্যের কি সুফল হইল? সন্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া দুর্য্যোধন কঠোরভাবে বলিলেন—

'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' শুধু তাহাই নহে, দুর্য্যোধন মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া কারারুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কোনও রূপে অক্ষতশরীরে পাণ্ডব-শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং ভগবান্ শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিলেও সকলের মানিত হন না—তিনিও দ্বেষ, অসূয়া, নিন্দা, গ্লানির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না।

ভারতবাসীই যে ক্রূর ও কলহপ্রিয়, অতএব ভগবান্‌কে এইরূপে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল, এরূপ ভাবা অসঙ্গত হইবে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, যীশুখৃষ্ট যখন ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে জুডিয়াতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারও এই প্রকারেরই সংবর্দ্ধনা হইয়াছিল। যীশুখৃষ্টের সহযোগীরা তাঁহার প্রতি যে সকল গালি-পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটি বৃহৎ ফুলের সাজি ভরাইতে পারা যায়ঃ—

"He is mad" (Mark iii 21; John x. 20) "He hath a devil"—(Mark iii 30; John vii 20, vii 48, 52, x. 20) "A friend of publicans and sinners" (Mat. ix. 9—11; Mark, ii, 15, 16; Luke, v. 27-30; xv. 1, 2.) "A blasphemer"

(Mat. ix 3; xxvi 65, Mark ii 7; John x. 39). "A deceiver" (Mat. xxvii 63). "He deceiveth the people" (John vii 12).

ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার সহযোগীরা খৃষ্টকে উন্মাদ, প্রলাপী, প্রবঞ্চক, সয়তানগ্রস্ত, ধর্ম্মদ্বেষী, পাপসঙ্গী ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছে। অথচ তাঁহার মত নিরীহ অজাতশত্রু লোক ভূমণ্ডলে অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। * শুধু তাহাই নহে। তাঁহার দেশবাসীরা কেবল অসূয়া ও গ্লানি করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না। সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাণসঙ্কটও ঘটাইয়াছিল। লিউক-লিখিত কাহিনীতে আমরা এক দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। খৃষ্ট কোনও সময়ে তাঁহার জন্মস্থান ন্যাজারেথে উপনীত হইয়া উপাসনার দিন ধর্ম্ম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন, এবং তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। ঐ ব্যাখ্যান উপলক্ষে তিনি যে ঈশ্বর-প্রেরিত, তাহার কিছু ইঙ্গিত করিলেন। ইহা শুনিয়া উপস্থিত ইহুদীমণ্ডলী ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে গির্জ্জা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল, এবং পর্ব্বতের চূড়ায় তাঁহাকে টানিয়া লইয়া নীচে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। যীশুখৃষ্ট বহু কষ্টে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। †

* And when his friends heard of it they went out to lay hold on him; for they said he is beside himself and the scribes which came down from Jerusalem said: he hath Beelzebub.—Mark iii 20.

† And he came to Nazareth where he had been brought up but as his custom was he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read and all they in the synagogue when they heard these things were filled with wrath and thrust him out of the City and led him into the brow of the hill whereon their City was built that they might cast him down headlong but he passing through the midst of them went his way.—Luke IV. 16.

কিন্তু জুডিয়াতে এই যে ঈর্ষ্যা ও অসূয়াবহ্নি ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হইতেছিল, তাহা সহসা নির্ব্বাপিত হইল না। এ আগুন ক্রমশঃ সন্ধুক্ষিত হইয়া অবশেষে যীশুখৃষ্টকে ক্রসের উপর ভস্মীভূত করিল। বহু খেদেই যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন—'এ জাতিকে কাহার সহিত তুলনা করিব? ইহা-দিগকে তুষ্ট করা অসম্ভব।' *

আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি ঐ একই রূপ অভ্যর্থনা পাইয়া-ছিলেন। কয়েক জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত জনসাধারণ তাঁহাকে সমাদর করে নাই। অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিত। অপরে তাঁহার 'ভণ্ড, ধর্ম্মদ্রোহী' ইত্যাদি আখ্যা দিত। তাঁহার সম্বন্ধে এবং তাঁহার দুই জন প্রতিভাবান্ সহযোগী সম্বন্ধে এখনও এই প্রবচন প্রচলিত আছে :—

'নিমে রোঘো বলা,
তিনটে কলির চেলা।'

কেন এরূপ হয়? কেন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলে তাঁহার সহ-যোগীরা তাঁহাকে দ্বেষ-অসূয়া করে, তাঁহার নিন্দা-গ্লানিতে প্রবৃত্ত হয়? ইহার এক কারণ এই যে মহাপুরুষ তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায়—আমাদের চক্ষু তাঁহার জ্যোতিতে পীড়িত হয়। আমাদের কনীনিকা তাঁহার তীব্র আলোক সহিতে পারে না। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে পুণ্যের গন্ধ বিকীরিত হয়, সাধারণ জীবের পক্ষে তাহা অসহনীয়। তাঁহার সাহচর্য্যে সাধুর সৎ-প্রবৃত্তি যেমন উদ্রিক্ত হয়, অসাধুর অসৎপ্রবৃত্তিও সেইরূপই উত্তেজিত হয়। জগতের দুর্ভাগ্য—এখনও অনেক লোকই সাধু হইতে পারে নাই। সেই

* Whereunto shall I liken this generation? For John came neither eating nor drinking, and they say: He hath a devil. The son of man came eating and drinking, and they say: Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. (Mat xi. 16-19).

জন্য মহাপুরুষের সহযোগীরা বিপক্ষ হইয়া উঠে, এবং তাঁহার দ্রোহ আচরণ করে। * এই ব্যাপার বরাবর হইয়া আসিয়াছে, এবং এবারেও হইবে।

অতএব ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইবে, (আমরা এখন যাঁহার আশা প্রতীক্ষা করিতেছি) তখনও সম্ভবতঃ অনেকে তাঁহাকে গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ, তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দ্বারাও তিনি প্রমাণ-সিদ্ধ হইবেন না। তাই বলিতেছিলাম যে, তাঁহার আবির্ভাবের প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। তবে তাঁহার আবির্ভাব যে সঙ্গত, তাঁহার আগমন যে সম্ভব, ইহাই আমার দেখান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

* The second reason lies in the *power* of a great Being : power which acts on men as an immense stimulus vivifying and strengthening the good *and the evil* which is in them. * * when a man of unpurified heart comes under the influence of such a force, concealed passions wake in him and he finds himself in their grip, he scarcely knows why.—Theosophist vol. 32. p. 365.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই যে জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব সম্বন্ধে থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর মধ্যে কথা উঠিয়াছে, * এ সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জগতের সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেই কোনও না কোনও ভাবী অবতার বা মহাপুরুষের শুভাগমনের আশা-প্রতীক্ষা রহিয়াছে—সে আগমন অচিরেই হউক, বা দূর ভবিষ্যতেই হউক।

হিন্দুশাস্ত্রে কল্কি-অবতারের প্রতীক্ষা সকলেই অবগত আছেন। জয়দেবের দশাবতার-স্তোত্রে দশম অবতার কল্কিদেবের উদ্দেশে তিনি জলদগম্ভীরনিনাদে গাহিয়াছেন :—

* এ সম্বন্ধে থিয়সফিক্যাল সভার অধিনেত্রী শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে 'The White Lodge and its Messengers' শীর্ষক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ এইরূপ,—

"We await again the coming of its greatest Messenger from the White Lodge ; not one of the lesser Messengers, not one of the faithful and devoted disciples, not one of those who come because bidden by their Superiors to go out into the world. But one to whom none may say : "Go," but who ever breathes, "I come"—the Supreme Teacher the great Rishi the Bodhisattva, the Lord Maitreya, the blessed Buddha yet-to-be. We who know something of the occult life, we who of our own knowledge bear witness that He lives upon our earth, are waiting for His coming : and already the steeps of the Himalayas are echoing to the footsteps that tread them to descend into the world of men. There He is standing, awaiting the striking of His hour : there He is standing, with His eyes of love gazing on the world that rejected Him aforetime, and perchance will again reject him ; there He is waiting till the fullness of the time is ripe, till his Messengers have proclaimed His advent, and to some extent have prepared the nations for His coming."

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্,
কেশব ধৃত-কল্কি-শরীর, জয় জগদীশ হরে!

'হে কেশব! হে হরি! হে জগদীশ! তোমার জয় হউক। তুমি কল্কি-শরীরধারণে ম্লেচ্ছকুল নির্ম্মূল করিতে ধূমকেতুর ন্যায় করাল করবাল গ্রহণ কর।'

হিন্দুর পুরাণগ্রন্থে অনেক স্থলে এই কল্কিদেবের উল্লেখ আছে;—বিষ্ণু কলির শেষে কল্কিরূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবেন। কিন্তু কল্কি-পুরাণেই তাঁহার সবিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়।

"শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্।
সুমত্যাং মাতরি বিভো কন্যায়াং তন্নিদেশতঃ॥
চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্দেব করিষ্যামি কলিক্ষয়ম্।
ভবন্তো বান্ধবা দেবাঃ স্বাংশেনাবতরিষ্যথ॥
ইয়ং মম প্রিয়া লক্ষ্মীঃ সিংহলে সংভবিষ্যতি।
বৃহদ্রথস্য ভূপস্য কৌমুদ্যাং কমলেক্ষণা।
ভার্য্যায়াং মম ভার্য্যৈব পদ্মানাম্নী জনিষ্যতি॥
যাত যূয়ং ভুবং দেবা স্বাংশাবতরণে রতাঃ।
রাজানৌ মরুদেবাপী স্থাপয়িষ্যাম্যহং ভুবি॥
পুনঃ কৃতযুগং কৃত্বা ধর্ম্মান্ সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ।
কলি-ব্যালং সংনিরস্য প্রয়াস্যে স্বালয়ং বিভো॥"

কল্কিপুরাণ; ১।১।৪—৮

ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদিগের অগ্রণী ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—

"আমি তোমার অনুরোধক্রমে শম্ভলনামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে সুমতি-নাম্নী ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। আমি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত কলিক্ষয় করিব। দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব অংশে

অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিবে। বৃহদ্রথ-নামক সিংহলেশ্বরের ঔরসে কৌমুদী-নাম্নী মহিষীর গর্ভে আমার প্রিয়া কমলনয়না কমলা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পদ্মানামে অভিহিতা হইবেন। দেবগণ! তোমরা পৃথিবীতে গমনপূর্ব্বক স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। আমি পুনর্ব্বার মরু ও দেবাপি নামক রাজদ্বয়কে পৃথিবীর শাসন-কর্ত্তৃত্বে স্থাপন করিব। আমি পুনরায় সত্যযুগের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সনাতন ধর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক কলিরূপ কালসর্পকে নিরাকরণ করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিব।”

এইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মেও ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়ের আগমন-প্রতীক্ষা রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের ‘দীর্ঘনিকায়’ অংশ বিশেষ প্রাচীন ও প্রামাণিক। এই অংশের বয়স বোধ হয় ২৩০০ বৎসরের কম নহে। এই অংশের অনেক স্থলে বুদ্ধদেবের নিজের শ্রীমুখের বাণী রক্ষিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব বলিতেছেন,—যখন মনুষ্যের আয়ুষ্কাল মাত্র অশীতি বৎসর হইবে, তখন ভগবান্ মৈত্রেয় জগতে আবির্ভূত হইবেন—সাধূত্তম সম্যক্সম্বুদ্ধ মৈত্রেয়দেব, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি আর্য্যমার্গের পারগামী, যিনি কল্যাণময়, যিনি সংযমীর অনুপম সারথি, দেব-মানবের শিক্ষক, ভাবী বুদ্ধ ভগবান্ মৈত্রেয়। সম্প্রতি আমি যেমন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছি, সম্যক্সম্বুদ্ধ তথাগত মৈত্রেয় সেইরূপ আবির্ভূত হইবেন। যে মার্গ আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে মধুময়, তাহা তিনি সম্যক্ উপদেশ দিবেন ; তিনি সম্পূর্ণ ও সুপবিত্র শিক্ষার প্রচার করিবেন। আমি যেমন সাধুজীবনের উপদেশ দিতেছি, তিনি সেইরূপ দিবেন। আমার চতুর্দ্দিকে যেমন শত শত শ্রমণ সমবেত হইয়াছে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেইরূপ সহস্র সহস্র শ্রমণ সমবেত হইবে। *

* "Now when the term of human life is eighty years, He who is named Metteyya, the Blessed one, shall arise in the world, that saint, that fully enlightened one, who knoweth all and leads the righteous life. Auspicious He, world-knower He, incompar-

বৌদ্ধদিগের আর একখানি পালি গ্রন্থ অনাগতবংশে এই ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়ের উল্লেখ আছে। অনাগতবংশও প্রাচীন গ্রন্থ। শুনিয়াছি, অশোকের কোনও শিলালিপিতে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তাহা হইলে, এই গ্রন্থের বয়স প্রায় ২১০০ বৎসর। এই গ্রন্থে লিখিত আছে * যে, -

able Charioteer of men who would be tamed, Teacher of Gods and men, the Buddha, Blessed Lord ; just as now I have myself arisen in the world, that saint that fully enlightened one * * *

He shall proclaim the Teaching pleasant in its beginning, pleasant in its middle and pleasant in the end thereof, and shall make known its spirit and its letter, in its perfection and in all its purity. He shall proclaim the holy life, just as I myself have done and do. He shall gather round him a following of monks that number many thousands, just as I have gathered round me a following of monks of many hundreds."—Dirgha Nikaya, p 75, para 25, Pali Text Society's Edition, vol. 3.

* Then the venerable Sariputta questioned the Lord about Him who should come (anagatajanani)

And He that cometh after Thee,
The Mighty one, the Enlightened one,
Say, Lord, what sort is He ?
How I long to know it surely !
Thou who seest, tell it me !
To the elder questioning,
Thus the Blessed Lord replied ;
"I will tell thee, Sariputta.
Do thou list what shall betide.
In this auspicious period
There have been Leaders three—
Kakusandho, Konagamano
And Kassopo the Guide ;
I am the fourth, Buddha Supreme ;
Metteyya yet shall be
In this auspicious period.
While yet the end we bide ;
Metteyya, All enlightened One,
Supreme on earth is He."

—Anagata Vansa—published in the Journal of the Pali Text Society, 1886.

ভগবান্ বুদ্ধ এক সময়ে কপিলাবস্তুতে রোহিণী নদীর তীরে ন্যগ্রোধ-আরামে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় স্থবির সারিপুত্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; "ভগবন্! যে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ মহাত্মা আপনার পরে আবির্ভূত হইবেন, তিনি কে ?" ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন :—"হে সারিপুত্র! সেই কল্যাণীয় যুগে যাহা ঘটিবে, তোমায় বলিতেছি। আমার পূর্ব্বে তিন জন বুদ্ধ হইয়াছেন :—কাকুসন্ধ, কুণাগমনো এবং কাশ্যপ। আমি চতুর্থ বুদ্ধ। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ লোকশিক্ষক মৈত্রেয়দেব পঞ্চম বুদ্ধ। তিনি সেই কল্যাণীয় যুগে আবির্ভূত হইবেন।

খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল। যীশুখৃষ্টের তিরোভাবের পর তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যীশুখৃষ্টের শিক্ষা ও উপদেশ সজীবভাবে বিদ্যমান ছিল। এই শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সেণ্ট পল অন্যতম। খৃষ্টানেরা যাহাকে New Testament বলেন, তাহার শেষাংশে এই সেণ্ট পল ও আরও দুই তিন জন দীক্ষিত শিষ্যের লিখিত লিপি-সমূহ রক্ষিত হইয়াছে। বাই-বেলের এই অংশের নাম Epistles। এই Epistles অংশে খৃষ্টের পুনরা-গমন বিষয়ে অনেকবার উল্লেখ আছে, এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এই পুনরা-গমনের আশা-প্রতীক্ষায় প্রত্যাশাপন্ন ছিলেন। *

স্থধু Epistles খণ্ডে নহে, যাহা খৃষ্টানদিগের প্রকৃত gospel (সুসমা-চার), New Testament-এর সেই অংশেও যীশুখৃষ্টের নিজের মুখে তাঁহার পুনরাবির্ভাবের কথা আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাই। যীশুখৃষ্ট বলিতে-ছেন :—"সাবধান! তোমরা যেন প্রবঞ্চিত হইও না ; কারণ, অনেকে আমার নামে আসিবে এবং বলিবে—'আমি খৃষ্ট'। তোমরা যেন তাহা-

* The Epistles also contain numerous references to the second coming of Christ which is held forth as the great object of hope to his people under this dispensation, as his first coming had been under the former one—Annotated Paragraph Bible p. 1292.

দের অনুগমন করিও না। জাতির সহিত জাতির, রাজ্যের সহিত রাজ্যের তুমুল সংগ্রাম বাধিবে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পৃথিবী উৎপাত হইবে; দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লোককে উৎসন্ন করিবে; ভূতলে ও আকাশে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা উৎপন্ন হইবে; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকায় উৎপাত দৃষ্ট হইবে; পৃথিবীতে দারুণ সঙ্কট উপস্থিত হইবে; সমুদ্রে ভীষণ প্লাবন উত্থিত হইবে; জনগণ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। সেই সময় জানিও—আমি আবার আসিব—প্রভাবে ও মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আসিব।" * অনেক খৃষ্টিয়ান বিশ্বাস করেন যে, এই যে খৃষ্টের পুনরাগমন, ইহা পৃথিবীর ধ্বংসের সূচনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি এবার যখন আসিবেন, তখন জগতে প্রলয় উপস্থিত হইবে। এ ধারণা সমূলক হউক, কিংবা না হউক, ইহা নিশ্চিত যে, খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও যীশুখৃষ্টের পুনরাগমন-প্রতীক্ষা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

* And he said, Take heed that ye be not deceived : for many shall come in my name, saying, I am christ ; and the time draweth near. Go ye not therefore after them. But when ye shall hear of wars and commotions be not terrified : for these things must first come to pass ; but the end is not by and by. Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and Kingdom against Kingdom : and great earthquakes shall be in diverse places, and famines, and pestilences ; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.—Luke XXI, 5–28.

* * * *

And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judæa flee to the mountains ; and let them which are in the midst of it depart out ; and let not them that are in the countries enter thereinto. For these be the days of vengence, that all things which are written may be fulfilled. But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days ! for there shall be great distress in the land, and wrath upon the people.

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই প্রতীক্ষার সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, খৃষ্টানেরা যেরূপ যীশুখৃষ্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, পারসীকেরা সেইরূপ তাঁহাদের পরিত্রাতা Saoshyantএর প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহুদীরা তাঁহাদিগের Messiahর প্রতীক্ষা করিতেছেন। মুসলমানেরা দ্বিতীয় মহম্মদ ইমাম মাদির প্রতীক্ষা করিতেছেন। শুনা যায় যে, মদিনা নগরে এখনই মহম্মদের কবরের পার্শ্বে আর একটি কবর প্রস্তুত হইয়া আছে। ঐ কবরে ভাবী ইমামকে প্রোথিত করা হইবে। আরও শুনা যায় যে, পারস্যদেশে শিয়া মুসলমানেরা আশা-প্রতীক্ষা করিতেছেন যে, অচিরে জাবুলকা হইতে ইমাম মাদি ইসলামধর্ম্ম-পুনঃপ্রচারের জন্য জগতে আবির্ভূত হইবেন। *

And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations : and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars ; and upon the earth distress of nations, with perplexity ; the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things, which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads ; for your redemption draweth nigh. (Luke XXI)

* The Zoroastrian is taught to look to the coming of the Saoshyant, "the Saviour," the Jews to expect the Messiah, and the Christians, the Christ. Mahammedanism too speaks of the coming of another Prophet of God, and already by the side of Mahammed's grave at Medina is prepared an empty tomb where shall lie the body of the Lord after His death ; in Persia and elsewhere the Shiahs know well of the Imam Mahdi who in A. D. 940 disappeared from the sight of men, but now awaits, in the mysterious city of Jab-lka, to come once again when faith wanes to lead men to God —"When He comes" by C. Jinarajadasa.

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে যে সকল গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয়, চৈতন্য-ভাগবত তাহাদিগের অন্যতম। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চৈতন্য-দেব শচীমাতাকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তিনি আর দুইবার শচী-মাতার জঠরে আবির্ভূত হইবেন :—

"আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

চৈ—ভাগবত, মধ্য ,২৬

তিনি বহুবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আরো বহুবার হইবেন।

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।"—গীতা

তবে তিনি শচীমার জঠরে আর দুইবার আবির্ভূত হইবেন, এবং কীর্ত্তনের অমৃত-ধারায় জগৎ প্লাবিত করিবেন। বলা বাহুল্য, চৈতন্য-অবতারে সংকীর্ত্তনই তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের প্রধান অস্ত্র ছিল—খড়্গ নহে, চক্র নহে, যুদ্ধ নহে, সংকীর্ত্তন।

সেই জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র বলিয়াছিলেন—

"রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবে ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি সূর্য্য সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার মধুর বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন যে, আবার চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া ঐ অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের স্রোতে জগৎকে প্লাবিত করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জগতের সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এক জন অবতার বা মহা-পুরুষের আগমন-প্রতীক্ষা জাগরূক রহিয়াছে।

এই আশা-প্রতীক্ষা যে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া, তাহা নহে; পৃথিবীর অনেক স্থানে কিছু দিন হইতে অচিরে কোনও মহাপুরুষের আগ-মন-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে এক নিষ্ঠাবান্ ভিক্ষু শ্রীমৎ মাগিয়াই টিকা বোধিসত্ব মৈত্রেয় দেবের আশু আবির্ভাবের সম্ভাবনায় বহু সহস্র শ্রমণ ও শ্রাবক লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মদেশের মিক্তিলা প্রদেশে তিনি চতুর্দ্দশটী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় ৯০ জন পুরোহিত এবং সাত শত শিষ্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।*

যদি ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখা যায় যে, অনেক দরবেশ, ফকির ও মৌলভী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ইমাম মাদির আগমন-সম্ভাবনা ঘোষিত করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, তাঁহার আবির্ভাবকাল ১৯১৫ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। সুফি সম্প্রদায় ইস্লাম ধর্ম্মে বৈদান্তিকস্থানীয়। এই সুফিদিগের মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত আছে যে, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে একজন বিশিষ্ট আচার্য্য আবির্ভূত

* En Magyi Savadaw U Zaw Tika is but thirty-nine years of age; he resides at Thain Daung Hill, near Wundwin, in the Meiktila District, Burma, and has organised fourteen groups of monasteries, with ninety priests and some seven hundred people, following the rule of life he has laid down. He proclaims the near coming of the Lord Maitreya, the Bodhisattva, and there are nearly fifty thousand people in Burma who have accepted his message, and who are preparing, by meditation and the leading of a pure life, to welcome the coming Lord.—Theosophist for Febry. 1914. p. 690.

হইবেন। সম্প্রতি মৌলানা হাসান নিজামি নামক দিল্লীর এক জন পরিব্রাজক মিসর, আরব ও পারস্যের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন এবং হজরত ইমাম মাদির আবির্ভাব-সম্বন্ধে এক খানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সম্ভাবনা মুসলমান দেশে কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা জানা যায়। *

খৃষ্টীয় জগতেও যীশু খৃষ্টের পুনরাগমন লইয়া নানা প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ড, হাঙ্গেরী, সুইডেন, ইতালী প্রভৃতি দেশে এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচারিত হইতেছে। † খৃষ্টীয় গির্জ্জার বেদী হইতে

* "Molana Khaya Hasan Nizami, of Delhi", writes a correspondent from India, "who has recently returned from a tour in Egypt, Arabia, and Persia, has issued a pamphlet entitled "Sheikh Sannusi and the coming of Hazrat Imam Mehdi." In this booklet he gives an account of his travels in the various Mussulman countries and narrates the conversations which he had with several saints and Fakirs. He states that "the great Sheikhs and Moulvis in these countries are eagerly expecting the advent of Imam Mehdi within the next few years." The date of this advent, the traveller was informed by a revered sage of Bokhara, was to be found in a very old book, named Maksum Bokhara, in the keeping of the Matwalli of a Bokhara library; and the date there given was the fourteenth Sadi, in the second third of the century corresponding to the period between 1915 and 1947 according to western reckoning. A Sufi prophecy puts the date of the coming of a great Teacher at the year 1917.—Herald of the Star, vol. III p. 115.

† Occasionally moreover we hear of suggestions of the near coming of the Christ being made by clerical writers. Most of us are now familiar with Canon Austen's sermon in which our Protector's (Mrs Besant's) pronouncement was mentioned with interest and respect. From Hungary we learn of a book recently produced by a clergyman entitled Kresztus Eljovetele (the coming of the

কোথাও কোথাও আচার্য্যগণ এই সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছেন। কিছু দিন হইল, মার্কিণ দেশের একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক চতুর্দ্দিকে এই প্রশ্নপত্র প্রচারিত করেন যে, জগতের ধর্ম্মজীবনে নব জাগরণের নবীন উষা ফুটিয়া উঠিতেছে কি না? এই প্রসঙ্গের আন্দোলনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আমেরিকার বহু স্থানে আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন ধর্ম্ম-বন্যার সম্ভাবনা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে এবং অনেকেই প্রত্যাশা করিতেছেন যে, মানব-আত্মা অচিরে এক কল্যাণময় নব জন্ম লাভ করিবে।

ভারতবর্ষেরও নানাস্থানে এরূপ আশা-প্রতীক্ষা জাগরূক হইয়াছে। কেহ কল্কি অবতারের আশু আবির্ভাবের সম্ভাবনা করিতেছেন।* কেহ বা চৈতন্যদেবের পুনরাগমন প্রচার করিতেছেন। ভারতের নানা সম্প্র-

---

Christ). In Stockholm a well-known professor of the University of Upsola preached to the same effect as far back as 1910, while in Italy a Roman Catholic priest about a year ago produced a pamphlet with the significant title Albescit polus: Christus Venit.—Herald of the Star, vol. III, p. 113.

The 'North American' recently sent to a number of persons interested in the religious situation a letter the gist of which is the following question—Does your observation of the present time lead you to believe that some sort of spiritual awakening or upheaval or fresh expression is impending or imminent?

The discussion brings out two things very clearly. Firstly that there exists today on every side a definite and growing expectation of the near approach of some kind of general spiritual renaissance Secondly when this renaissance comes it will be in literal truth a rebirth of the spirit. * * *

* In Northern India a Brahman (who knows no English and has never heard of the T. S or the Order of the Star in the East is preaching to a growing following the near advent of the Kalki Avatara who he declares is even now in the world and was a boy of 14 in the year 1910.—Herald of the Star, vol III, p. 53.

দায়ের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এই কথা নানা ভাবে প্রচারিত হইতেছে। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, নানক-পন্থী সন্ন্যাসী, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, শ্রী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, অনেকে অনেক ভাষায় অনেক ভাবে প্রচার করিতে-ছেন যে, শীঘ্রই এমন কেহ আসিবেন, যাঁহার আগমনের ফলে পৃথিবী হরিনামময় হইয়া যাইবে।* যে ভারতবর্ষে যুগে যুগে নানা অবতার, সদ্গুরু, আচার্য্য, মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ভারতের ধূলিকণা পবিত্র করিয়াছেন, সেখানে আর একবার যে তাঁহার আবির্ভাব হইবে, এ বিশ্বাস সহজ ও স্বাভাবিক।

কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের কঠোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যে এই বিশ্বাস ও সম্ভাবনা আদৃত হইবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। কিছু দিন হইল, ম্যান্চেষ্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী সভাপতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার অলিভার লজ Reason and Belief নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। বৈজ্ঞানিক জগতে স্যার অলিভার লজের প্রতিষ্ঠা অল্প নহে। আমরা এ দেশে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে যে আসনে উপবেশন করাইয়াছি, ইংলণ্ডে স্যার অলিভার লজ সেই আসনে সমাসীন। তিনি মহাপুরুষের আগমন-প্রতীক্ষার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, 'এই আশার আলোক ইতিমধ্যেই আকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাট্যকার ও ভাবুকেরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, জনসাধারণ জাগ্রত হইতেছে। এখনই দিব্যদ্রষ্টা কবিগণ পরমাত্মার পুনরাবির্ভাব বা পুনরাগমন প্রতীক্ষায় তাঁহার আবাহনগাথা রচনা করিতেছেন—আবার তাঁহার আগমন প্যালেষ্টাইন বা এসিয়া মাই-

* শুনিয়াছি, বৃন্দাবনের মহাপ্রতাপী সাধু কাঠিয়া বাবা তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট অবতার-আবির্ভাবের আশু সম্ভাবনা প্রচার করিয়াছেন। আমার এক মুনসেফ বন্ধু তাঁহার অবস্থানকালে এক তেজঃপুঞ্জ পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীর মুখে ঐরূপ ঘোষণা শুনিয়াছেন। আমি নিজেও দুই তিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়াছি।

নয়ে হইবে না, কিন্তু এই আমাদের এই ইয়োরোপে,—এই ইংলণ্ডে—এই লণ্ডন সহরে সম্ভব হইবে। অচিরে আমরা কবির স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত দেখিব যে, যীশুখৃষ্ট যুডিয়ার স্রোতে নয়, টেম্‌সের জলে বিচরণ করিবেন।' *

অতএব আমরা যদি বলি যে, জগতের সর্ব্বত্রই কোনও মহাপুরুষের আগমন-সম্ভাবনায় একটা উদগ্র আশা-প্রতীক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তবে তাহা বলা অসঙ্গত হইবে না।

* But reformers and dramatists are busy, people are waking up, there is hope in the air. Even now the seers and poets are preparing their songs to welcome a second advent of the Divine Spirit in the hearts of men—not in Palestine or Asia Minor, but here in Europe, in Britain, in London : the time will surely come when we can feel that the further dream of the poet has been realised.—

'And lo, Christ walking on the water
Not of Gennesareth but Thames !'

—Sir Oliver Lodge's Reason and Belief, p. 53.

তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, কোন মহাপুরুষের আগমন-সম্ভাবনায় পৃথিবীময় একটা আশা-প্রতীক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং কোথাও কোথাও তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী শ্রুত হইতেছে। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, এরূপ ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় কি না?

জগতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানবের সৌভাগ্যে অনেকবার এইরূপ মহাপুরুষের আগমন ঘটিয়াছে। সে আগমন একটা অতর্কিত, আকস্মিক ঘটনা নহে। সেই সেই আবির্ভাবের পূর্ব্বেও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল এবং সে বাণী সফল ও সার্থক হইয়াছিল। অতএব এবারেও যে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইবে এবং তাহা সফল হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? এ সম্বন্ধে স্যার অলিভার লজ তাঁহার Reason and Belief গ্রন্থে কয়েকটি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের প্রণিধানযোগ্য। যীশুখৃষ্ট আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেও ইহুদী-দিগের মধ্যে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। ইহার প্রসঙ্গে স্যার অলিভার লজ বলিতেছেন * যে, যদি কেহ মনে করেন যে,

* Do you think that such prophetic anticipation is impossible? Do you think it absurd to suppose that such an event as the Incarnation was foreseen and heralded, in some fashion more or less distinct? If you think so, it is not to be wondered at, for the possibility of such foresight into futurity is a strange one. But I believe you are wrong if you think so, nevertheless. Facts are beginning to be known to me, still obscure and incomplete, which tend to show that even the birth of a human child, of ordinary parents, a child only remarkable for the fullness and richness of its nature and for the destiny soon to overtake it, was predicted, was shadowed forth in ways obscure but subsequently unmistakable,

এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী অসম্ভব, যদি মনে করেন যে, অবতারের মত একটি প্রধান ঘটনা পূর্ব্ব হইতে সূচিত ও বিজ্ঞাপিত হইতে পারে না, তবে তিনি ভ্রান্ত। কারণ, লজ সাহেব বলেন যে, তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। অবতার নহে, দৈবশিশুও নহে ; কিন্তু একটি বিচিত্রনিয়তিপূর্ণ মানবশিশুর ভাবী জন্ম ঐ ভাবে পূর্ব্ব হইতে সূচিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এ সূচনা কালে সত্যে পরিণত হয়। সেই জন্য লজ সাহেব বলেন যে, এ বিশ্বাস ক্রমশঃ তাঁহার বদ্ধমূল হইতেছে যে, স্থূল জগতে যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহার সূচনা ও সংযোজনা প্রথমতঃ সূক্ষ্ম জগতে অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ জাগতিক ব্যাপার যদৃচ্ছালব্ধ নহে. অকস্মাৎ ঘটে না ; কিন্তু ঊর্দ্ধলোকে, সূক্ষ্মলোকে সেই সকল ঘটনার বীজ উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হইলে, তবে স্থূললোকে (মর্ত্ত্যভূমে) তাহারা আকার ধারণ করে। স্যার অলিভার লজের এই সকল উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। প্লেটো বলিতেন যে, স্থূল জগৎ একটা ছায়াবাজী (Shadow play) মাত্র। যাঁহারা সত্যকারের অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁহারা সূক্ষ্ম জগতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যে ব্যাপার করেন—তাহারই ছায়া স্থূল জগতে আমাদের চক্ষে সত্য ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক দৃষ্ট অপেক্ষা অ-দৃষ্ট অনেক বড়। সেই জন্য আমরা পুরাণাদিতে পাঠ করি যে, বিষ্ণু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে দেবগণ ব্রহ্মাকে লইয়া ক্ষীরোদতীরে বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন এবং ভূভার হরণের জন্য তাঁহার অবতার-গ্রহণ প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু বলেন, 'যাত যূয়ম্'—

---

several years before birth. It is not a subject on which dogmatism is appropriate ; but the conclusion at which I am gradually arriving is that future events are planned, and are not haphazard and unforeseen ; that arrangement is possible in other spheres than ours, just as design and foresight are possible among human beings—anticipation and heraldings of a kind far above our present power, it is true, but of the same general character.—Sir Oliver Lodge's Reason and Belief, p, 79.

তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া দেবকার্য্য সম্পাদন করিব। এইরূপে সূক্ষ্ম জগতে অবতারের বীজ অঙ্কুরিত হইলে তবে স্থূল জগতে তাহা শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুখৃষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত জগতে যে কোনও অবতার বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারই আগমনের পূর্ব্বসূচী-স্বরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। রাম না হইতে রামায়ণের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ঋষিরা তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিয়াছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন। এ কথার আমরা বিস্তার করিব না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব যীশুখৃষ্ট ও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত ছিল এবং তাঁহাদিগের আগমনের জন্য পূর্ব্ব হইতে যে উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছিল, এখানে তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ভাগবত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের যে জন্ম-বৃত্তান্ত রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব-সংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল। সকলেই জানেন, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান। দেবকী ভোজরাজ কংসের সম্পর্কে ভগ্নী ছিলেন। কংসের রাজধানী মথুরানগরে দেবকী ও বসুদেবের শুভ পরিণয় সমারোহে সম্পন্ন হইবার পর বর ও বধূ একরথে আরোহণ করিয়া স্বগৃহে গমনের উদ্‌যোগ করিলেন। এমন সময় কংস ভগ্নীর প্রিয়সাধন জন্য নিজে রথারোহণ করিয়া অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিল। রথ কিছু দূর অগ্রসর হইলে কংস সুস্পষ্ট দৈববাণী শুনিতে পাইল—"রে মূঢ়! তুমি যাহাকে সাদরে রথারোহণ করাইয়াছ, ইহারই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার প্রাণবধ করিবে।" এই আকাশবাণী শুনিয়া ভোজকুল-কলঙ্ক পাপী কংস ভগ্নীর কেশাকর্ষণ করিয়া খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণবধে উদ্যত হইল।

"তস্যাস্ত কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।
দেবক্যা সূর্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ॥
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রশ্মীন্ হয়ানাং জগৃহে রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ॥
পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ॥
ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।১।২০, ২১, ৩৩, ২৪।

পরে বসুদেব অনেক বুঝাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন এবং এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর প্রাণ-রক্ষা করিলেন যে, যেমন যেমন দেবকীর সন্তান উৎপন্ন হইবে, তিনি তাহাদিগকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কংস কিরূপ নৃশংসভাবে দেবকীর প্রথম সাত পুত্রকে হত্যা করিয়াছিল এবং কিরূপ দৈব উপায়ে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত 'মায়ামানুষ-বিগ্রহ' শ্রীকৃষ্ণ সেই ঘাতকের হস্ত এড়াইয়া গোকুলে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এবং পরে কংসের বধ-সাধন করিয়া বহুবর্ষ পূর্ব্বে উচ্চারিত দৈববাণীর সফলতা করিয়াছিলেন, পুরাণজ্ঞ পাঠকের তাহা অবিদিত নাই।

এইরূপ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে জাতকনিদানে লিখিত আছে যে, কোনও সময় স্বর্গবাসী কামদেবগণ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন-পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছিলেন—সহস্র বৎসর অতীত হইলে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ পুনরায় পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবেন :—

কামবচর দেবতা আহ—"বস্‌স সহস্‌স অচ্চয়েন পন সব্বঞ্ঞু বুদ্ধো লোকে উপ্পজ্জিস্‌সতীতি।"

অন্যত্র বুদ্ধ-জননী মায়াদেবীর গর্ভধারণ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহা হইতেও দেখা যায় যে, তিনি আবির্ভূত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার চক্রবর্ত্তিত্ব ঘোষিত হইয়াছিল। সে বিবরণের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই :—

কোনও সময়ে কপিলাবস্তু নগরে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র সংযুক্ত হইলে, লোকেরা নক্ষত্র-ক্রীড়া করিতেছিল। মায়াদেবী পূর্ণিমার সপ্ত দিবস পূর্ব্ব হইতেই শুচি ও সংযতা হইয়া গন্ধমাল্য-বিলেপন ধারণ পূর্ব্বক নক্ষত্রক্রীড়া অনুভব করিলেন। অনন্তর সপ্তম দিবসে প্রত্যূষে উঠিয়া গন্ধোদকে স্নান করিলেন। পরে বহুসংখ্যক সুবর্ণ দান করতঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা হইয়া, উত্তম খাদ্য ভোজন করিয়া সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং সুসজ্জিত শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

সপ্তম দিবসে পাতেব উট্ঠায় গন্ধোদকেন নহায়িত্বা মহাদানং দত্বা সব্বালঙ্কার-বিভূষিতা বরভোজনং ভূঞ্জিত্বা উপোসথাঙ্গানি অধিট্ঠায় সিরিগব্ভং পবিসিত্বা সিরিসয়নে নিপন্না নিদ্দং ওক্কমমানা ইমং সুপিনং অদ্দস।

নিদ্রাবস্থায় মায়াদেবী এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন—যেন চারিজন দেবরাজ শয্যাসহ তাঁহাকে উঠাইয়া হিমালয়ের কোনও প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়া, এক মহাশালবৃক্ষের তলে তাঁহাকে স্থাপিত করিলেন। তাহার পর যেন দেবীগণ আসিয়া মহাদেবীকে দিব্য হ্রদে স্নান করাইয়া দিব্য বস্ত্র ও অনু-লেপনে এবং দিব্যমাল্যে ভূষিতা করাইয়া এক রজত-পর্ব্বতের শিখরদেশে দিব্য শয্যায় শয়ন করাইলেন। অনন্তর যেন এক শ্বেত কুঞ্জর কোনও সুবর্ণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সেই রজত-পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন এবং শুণ্ড দ্বারা শ্বেতপদ্ম গ্রহণ করিয়া মায়াদেবীর শয্যাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অথ বোধিসত্তো সেতবরবারণো হুত্বা ততো অবিদূরে একো সুবণ্ণপব্বতো তত্থ চরিত্বা ততো ওরোহিত্ব রজতপব্বতং অভিরোহিত্বা উত্তরা দিসতো আগম্ম রজতদামবণ্ণায় সোণ্ডায় সেতপদুমং গহেত্বা কুঞ্চনাদং নদিত্বা কনকবিমানং পবিসিত্বা মাতুসয়নং তিক্-খত্তুং পদক্খিণং কত্বা দক্খিণং পস্সং ফালেত্বা কুচ্ছিং পবিট্ঠো সদিসো অহোসি।

রাণী মায়াদেবী জাগরিত হইয়া সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুদ্ধোদন রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা চৌষট্টি জন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া তাঁহা-দিগের সহিত স্বপ্নবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহার

দ্বারা কি হইবে?' ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—'মহারাজ, চিন্তা করিবেন না। মহারাণী একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিবেন। সেই পুত্র যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকেন, তবে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন; আর যদি সন্ন্যাসী হন, তবে বুদ্ধ হইবেন।'

পুণদিবসে পবুদ্ধা দেবী নং সুপিনং রঞ্ঞো আরোচেতি রাজা চতুসট্ঠিমত্তে ব্রাহ্মণপমোক্খে পক্কোসাপেত্বা * * অথ নেসং সব্ব কামেহি সন্তপ্পিতানং সুপিনং আরোচাপেত্বা কিং ভবিস্সতীতি পুচ্ছি। ব্রাহ্মণা আহংসু মা চিন্তয়ি মহারাজ দেবিয়া তে কুচ্ছিম্হি গব্ভো পতিট্ঠিতো * * পুত্তো তে ভবিসসতি। স চে অগারং অজ্ঝাবসিস্সতি রাজা ভবিস্সতি চক্কবত্তী, স চে অগারা নিক্খম্ম পব্বজিস্সতি বুদ্ধো ভবিস্সতি।

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদিগের যিনি অবতার যীশুখৃষ্ট, তাঁহারও আবির্ভাব পূর্ব্ব হইতেই সূচিত হইয়াছিল। ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ Old Testamentএর কয়েক স্থলে, বিশেষতঃ ইসায়ার নামের সহিত সংযুক্ত গ্রন্থখণ্ডে একজন Mossiah বা পরিত্রাতার আগমনের পূর্ব্বসূচী প্রচারিত ছিল। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া যীশুখৃষ্ট তাঁহার জন্মগ্রাম নেজারথে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম-মন্দিরে ধর্ম্মব্যাখ্যানকালে একদিন স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, ইসায়ার ভবিষ্যদ্বাণী আজ আমাতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। *

---

* লিউক-লিখিত সুসমাচার হইতে এই বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

And he came to Nazareth, where he had been brought up. And, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written: 'The spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the Gospel to the poor; he hath sent me to heal the broken hearted, to preach deliverance of the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are banished, to preach the acceptable year of the Lord!'

যীশুখৃষ্ট আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে আর এক মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টানেরা তাঁহাকে John the Baptist বলেন। তিনি ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ইহুদীদেশময় প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। অনেক পাপী তাপী পাপমোচনের জন্য তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইত। তাহাদিগকে জন মুক্তস্বরে ঘোষণা করিতেন যে, "আমি পূর্ব্বদূত মাত্র,—আমার পর এমন কোনও মহাপুরুষ আসিতেছেন, যাঁহার পদরেণুরও আমি যোগ্য নহি। আমি তোমাদিগকে সলিল দ্বারা দীক্ষা দিলাম। তিনি তোমাদিগকে উচ্চতর দীক্ষায় দীক্ষিত করিবেন।"

এই জনের ধর্ম্মপূত জীবন এবং একনিষ্ঠা দেখিয়া ইহুদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত,—যে খৃষ্টের আবির্ভাব আমাদের শাস্ত্রে সূচিত আছে, আপনিই কি সেই খৃষ্ট ?"

জন বলিতেন—"আমি খৃষ্ট নহি; আমি তাঁহার পূর্ব্বসূচী—তাঁহার ঘোষকমাত্র।" ইহুদীরা বলিত যে, 'তুমি যদি খৃষ্ট নহ, তবে লোকদিগকে দীক্ষা দিতেছ কেন ?' জন বলিতেন—"আমি সলিলের দীক্ষা দিই মাত্র; কিন্তু একজন মহাপ্রভু আসিতেছেন, আমি যাঁহার দাসমাত্র; তিনি তোমাদিগকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করিবেন। আমি তাঁহার পন্থা রচনা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।" কখনও জন বলিতেন—"তিনি আসিয়াছেন। তিনি তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি আমার অপেক্ষা এত মহত্তর যে, আমি তাঁহার পাদুকা স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহি।" *

And he closed the book, and he gave it again to the minister and sat down. And the eyes of all of them that were in the synagogue were fastened on him.

And he began to say unto them—this day is the Scripture fulfilled in your ears.—Luke iv.

* John the baptistএর এই সকল বিবরণ New Testament গ্রন্থের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত আছে। আমরা এই পাদটীকায় তাহার কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

New Testament গ্রন্থে এই John the Baptistএর যে জন্ম-বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই মহাপুরুষেরও আগমন পূর্ব্ব হইতে সূচিত হইয়াছিল। সে বিবরণ এইরূপ :—জুডিয়া দেশে জ্যাকেরিয়াস্ নামে এক ভগবদ্ভক্ত সাধু বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল এলিজাবেথ। ইহুদী-দম্পতি ধর্ম্মশীল, সচ্চরিত্র এবং নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিতেন। উভয়েই প্রৌঢ় বয়সের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের

John did baptise in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins. And there went unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem ; and were all baptized of him in the river of Jordan confessing their sins.

And John was clothed with camel's hair and with a girdle of skin about his loins ; and he did eat locusts and wild honey. And (he) preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. I indeed have baptized you with water : but he shall baptise you with the Holy Ghost. —Mark I.

And this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou ? And he confessed, and denied not ; but confessed, I am not the Christ. And they asked him, what then ? Art thou Elias ? And he saith, I am not. Art thou that prophet ? And he answered No. Then said they unto him, who art thou ? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself ? He said, I am 'the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord' as said the prophet Esaias.

And they which were sent were of the Pharisees. And they asked him, and said unto him, why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet ? John answered them, saying, 'I baptise with water : but there standeth one among you, whom ye know not, 'he it is' who coming after me is preferred before me, whose shoe's lachet I am not worthy to unloose. —John I

কোনও সন্তানাদি হয় নাই। এক দিন জ্যাকেরিয়া দিনকৃত্য সমাপন করিয়া সমাসীন আছেন, এমন সময়ে এক স্বর্গদূত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। জ্যাকেরিয়া ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দেবদূত বলিলেন, "জ্যাকেরিয়া! ভয় পাইও না। তোমার পত্নী এলিজাবেথ শীঘ্রই গর্ভিণী হইবেন এবং তাঁহার জন্ নামে একটী পুত্র উৎপন্ন হইবে। জনের জন্মে বহুজন আনন্দিত হইবে, কারণ, জন্ সংসার-ত্যাগী সাধু হইবেন এবং সর্ব্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকিবেন এবং ভগবানের দৃষ্টিতে তিনি ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।" * অতএব আমরা দেখিতেছি, কেবল যীশুখৃষ্ট নহে, তাঁহার আগমন-ঘোষক যে John the Baptist, তাঁহারও আবির্ভাব পূর্ব্ব হইতেই ঘোষিত হইয়াছিল।

---

* খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল হইতে আমরা এই বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

There was in the days of Herod, the King of Judœa, a certain priest named Zacharias, of the house of Abia : and his wife was one of the daughters of Aaron and her name was Elisabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.

And they had no child because that Elisabeth was barren, and they both were now well striken in years.

And it came to pass, that while he executed the priest's office before God in the order of his course. * * * And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias ; for thy prayer is heard ; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness ; and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink ; and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. —Luke I.

আমাদের এই বঙ্গদেশে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে যে জীবন্ত ধর্ম্মনাটক অভিনীত হইয়াছিল, তাহার নায়ক শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দেহ থাকে না যে, চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। সকলেই জানেন যে, চৈতন্য-ধর্ম্মের পূর্ব্ব-সূচী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। তিনি চৈতন্য-দেবের গুরুর গুরু :—

জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর॥

চৈ, চ।

ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারবার॥

চৈ, ভা।

যে সময় দেশ ভক্তি-বর্জ্জিত ছিল, যে সময় শুষ্ক-তর্ক সরস-ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনও মাধবেন্দ্রের হৃদয়ে প্রেম-নির্ঝর সতত প্রবাহিত থাকিত।

তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্য-কৃপায়।
প্রেম-সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহাহাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥

পণ্ডিত-সমাজ কৃষ্ণভক্তি-বর্জ্জিত দেখিয়া মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবনে বাস করিলেন। সেখানে স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি ব্রজের স্থাপিত প্রাচীন গোপাল-বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনে স্থাপনা করিলেন। এইরূপে বৃন্দাবনের কার্য্য শেষ হইলে নবদ্বীপে, শান্তিপুরে, নীলাচলে, পুরুষোত্তম-

ক্ষেত্রে ভক্তির বীজ বপন করিবার জন্য আদেশ পাইয়া মাধবেন্দ্র বঙ্গদেশে আগমন করিলেন ; পরে—

> শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতের ঘরে।
> পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥
> তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লইল যতন করিয়া,
> চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া॥
>
> চৈ. চ।

এই অদ্বৈত আচার্য্যের প্রতি একবার আমাদের লক্ষ্য স্থির করা উচিত। কারণ, খৃষ্ট-লীলায় John the Baptist এর যে স্থান, চৈতন্য-লীলায় অদ্বৈত প্রভুর সেই স্থান। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু দিন পূর্ব্ব হইতে এই ভাগবতোত্তম অদ্বৈতাচার্য্য জানিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আবার আবির্ভূত হইবেন এবং সেই নীরসতা ও নাস্তিকতার যুগে তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আবার আবির্ভূত হইবেন।

> শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর!
> করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন গোচর॥
> সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
> বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
>
> * * * *
>
> এইমত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ।
> "আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
> দেখি বা কি হয় এই নদীয়া ভিতর।
> করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর।
> তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
> আর দিন কথো গিয়া থাক ভাই সব।
> এথাই দেখিবা সব, কৃষ্ণ অনুভব॥" *
>
> চৈতন্য-ভাগবত।

চৈতন্যদেবের ভাবী অবতার-সংবাদ আর একজন মহাপুরুষের নিকটও

বিদিত ছিল। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ। রাঢ়দেশে একচাকা গ্রামে তাঁহার ঘর। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে :—

যেদিন জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥

শৈশবে নিত্যানন্দ কেবল কৃষ্ণলীলা লইয়া খেলা করিতেন :—

সভে বোলে নাহি দেখি হেনমত খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা॥

নিত্যানন্দের যখন ১২ বৎসর বয়স, তখন এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লন। পরে তিনি ২০ বৎসর নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে মথুরায় আসিয়া উপনীত হন। সেই খানে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, যখন চৈতন্যের দেহে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ আরম্ভ হইবে, তখনই তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া লীলায় যোগ দিবেন।

এই মত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥
আহার নাহিক—কদাচিৎ দুগ্ধপান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্ত ভাবে।
ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে॥
"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥"
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥

নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা খেলা খেলে॥

কাল পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে প্রকাশ হইলেন। আর নিত্যা-নন্দ স্থির থাকিতে পারিলেন না।

এই মত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস।
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ পুরে।
আসিয়া রহিল নন্দন-আচার্য্যের ঘরে॥

মহাপ্রভু জানিলেন যে, তাঁহার সঙ্গী ও সহচর নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তখন তিনি স্বগণ সহিত নন্দন-আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ রতন।
সবে দেখিলেন—যেন কোটি-সূর্য্য সম॥
অলক্ষিত-আবেশ—বুঝন নাহি যায়।
ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণ-সহ বিশ্বম্ভর হৈল্যা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহো কিছু না বোলয়ে রহিল চাহিয়া॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের ঈশ্বর॥

এইরূপে দুই প্রভুর পার্থিব জগতে পুনর্ম্মিলন হইল। সে মিলন-ব্যাপারের আমরা এখানে আলোচনা করিব না। তবে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবি-

র্ভাবের পূর্ব্বেও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ জানিতেন এবং প্রচার করিতেন যে, তিনি আসিবেন।

অতএব এবারে আমরা যে জগদ্গুরুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাঁহার আগমন'ও যে পূর্ব্ব হইতে সূচিত হইবে, এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জগৎকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করা হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি?

চতুর্থ অধ্যায়।

যে মহাপুরুষের আগমন আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি, যাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণের জন্য কবিগণ আবাহন-গান করিতেছেন, যাঁহার প্রত্যাশায় জগৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, তিনি কে? তিনি অবতার নহেন। অবতার বলিলে আমরা কি বুঝি? অপ্রাকৃত ধাম হইতে ভগবানের প্রাকৃত ধামে (মর্ত্তভূমে) অবতরণ—চিন্ময় পরমাত্মার 'মায়ামানুষবিগ্রহ'-গ্রহণ। এ ঘটনা জগতে কদাচিৎ সংঘটিত হয়। আমরা যাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, তিনি এরূপ অবতার নহেন। তবে ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'—অবতারের সংখ্যা নাই। সেই জন্য ভাগবত ব্যাসদেব, ঋষভদেব প্রভৃতিকে অবতারের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারই মধ্যে ভগবানের বিভূতি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত, ভাগবতের মতে তিনিই অবতার। যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, এ ভাবে তাঁহাকেও অবতার বলা যাইতে পারে। তবে আমার মনে হয় যে, 'অবতার' শব্দ এ সকল স্থলে প্রয়োগ না করিয়া, এই সকল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে 'উত্তার' বলিলেই সঙ্গত হয়। কারণ, এক্ষেত্রে ভগবান্ অপ্রাকৃত ধাম হইতে প্রাকৃত মর্ত্ত্য ধামে অবতরণ করেন না; কিন্তু সাধনার বলে যাঁহারা মায়ামুক্ত হইয়া মানবের নিম্নভূমি হইতে মহাত্মার উচ্চ পদবীতে উত্তরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতের হিতার্থে, ভগবানের পালনকার্য্যে সহায়তার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হন। তাঁহারা মহর্ষি, পরমর্ষি প্রভৃতি আখ্যায় পরিচিত, কিন্তু "অবতার" সংজ্ঞা তাঁহাদের প্রাপ্য নহে।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি আসিবেন, তিনি কে? তিনি আমাদের পুরাণ-পরিচিত পরমর্ষি মৈত্রেয় দেব—ঋষিসংঘের এক জন প্রধান সদস্য। ঋষি-সংঘের কথা আমরা পরে বলিব এবং ঋষি-সংঘে মৈত্রেয়-

দেবের স্থান কোথায়, তাহারও আলোচনা করিব। সম্প্রতি শাস্ত্রগ্রন্থে মৈত্রেয়দেবের কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

প্রথমতঃ আমরা বিষ্ণু-পুরাণেই মৈত্রেয়দেবের পরিচয় পাই। সেখানে তিনি পরাশর-শিষ্য। অনেকেই অবগত আছেন যে, বিষ্ণুপুরাণ পরাশর ও মৈত্রেয়-সংবাদ (dialogue) রূপে প্রচলিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের আরম্ভে আমরা দেখিতে পাই যে, বশিষ্ঠের পৌত্র বেদবেদাঙ্গপারগ ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ মুনিবর পরাশরকে মৈত্রেয় এক দিন তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহারই উত্তরে পরাশর দেব বশিষ্ঠের নিকট হইতে অধিগত পুরাণসংহিতা মৈত্রেয়ের নিকট প্রকাশিত করিয়া-ছিলেন। ইহাই এখন বিষ্ণুপুরাণ নামে প্রচলিত।

> ইতিহাসপুরাণজ্ঞং বেদবেদাঙ্গপারগম্।
> ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞং বশিষ্ঠতনয়াত্মজম্॥
> পরাশরং মুনিবরং কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ম্।
> মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ॥
> ত্বত্তো হি বেদাধ্যয়নমধীতমখিলং গুরো।
> ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি বেদাঙ্গানি যথাক্রমম্॥
> সোঽহমিচ্ছামি ধর্ম্মজ্ঞ! শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
> বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ! ভবিষ্যতি॥

ইত্যাদি—১।১।৪—৬

অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গপারগ, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির তত্ত্বজ্ঞ, বশিষ্ঠতনয়াত্মজ মুনিবর পরাশর পূর্ব্বাহ্নিক সমাপন করিয়া উপবিষ্ট হইলে, মৈত্রেয় তাঁহাকে প্রণাম ও বন্দন করিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলেন—"হে গুরুদেব! আমি আপনার নিকট বেদ, বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছি। হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই আমি আপনার সমীপে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি; এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল? কিরূপেই বা ইহার স্থিতি সম্পন্ন হয়? অবসানেই বা ইহার কি গতি

হইবে ?” মৈত্রেয় এইরূপে তত্ত্ববিষয়ে বহুবিধ প্রশ্ন উপস্থিত করিলে পরাশর বলিলেন।

পরাশর উবাচ।

সাধু মৈত্রেয় ধর্ম্মজ্ঞ স্মারিতোঽহং পুরাতনম্।
পিতুঃ পিতা মে ভগবান্ বশিষ্ঠো যদুবাচহ॥
সোঽহং বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে।
পুরাণসংহিতাং সম্যক্ তাং নিবোধ যথাযথম্॥ ১।১'১৩,৩৪

‘হে ধর্ম্মজ্ঞ মৈত্রেয়! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমার পিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব আমাকে যে পুরাতন উপদেশ দিয়াছিলেন, অদ্য তাহা আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সেই পুরাণসংহিতা তোমাকে আমি সমগ্র বলিতেছি। তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।’

অতঃপর পরাশরদেব মৈত্রেয়কে সমগ্র বিষ্ণুপুরাণ বলিয়া অবসানে বলিলেন :—

বশিষ্ঠবরদানেন মমাপ্যেতৎ স্মৃতিং গতম্।
ময়াপি তুভ্যং মৈত্রেয় যথাবৎ কথিতং ত্বিদম্॥
ত্বমপ্যেতৎ শমীকায় কলেরন্তে প্রদিষ্যসি।

৬।৮।৪৮—৯

“হে মৈত্রেয়! বশিষ্ঠের বরপ্রভাবে সেই পুরাণসংহিতা পুনরায় আমার স্মৃতিগত হইল এবং আমিও তোমাকে যথাযথ সমস্ত উপদেশ করিলাম। তুমি এই তত্ত্বজ্ঞান কলির অন্তে শমীক ঋষিকে প্রদান করিবে।”

পরাশরের এই শেষ কথাটি আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি শিষ্য মৈত্রেয়কে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলেন, মৈত্রেয় তাহা ন্যাসরূপে রক্ষা করিবেন। কলির অবসান সময়ে অর্থাৎ যখন বর্ত্তমান যুগের শেষ হইয়া নূতন যুগ আবির্ভূত হইবে, তখন মৈত্রেয় এই তত্ত্বজ্ঞানরূপ ন্যাস তাঁহার উত্তরাধিকারী শমীক ঋষিকে প্রদান করিবেন। কিন্তু তত দিন পর্য্যন্ত মৈত্রেয়দেবই এই তত্ত্ববিদ্যার ধারক ও রক্ষক।

ইহার পর আমরা মহাভারতের বনপর্ব্বে মৈত্রেয়দেবের সাক্ষাৎ পাই। তখন তিনি আর শিষ্য নহেন। তিনি সিদ্ধ ঋষি। তাঁহার আগমন এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিবার পর পাণ্ডবেরা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিয়া বনবাসে প্রস্থান করিয়াছেন। কুরুসভায় দৃপ্ত দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতি দুর্মন্ত্রিগণের সহিত উপবিষ্ট। সভার একদেশে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মাত্মা বিদুর প্রভৃতি সমাসীন। কুরুকুলের হিতকারী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই সভায় উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনকে অনেক হিত উপদেশ দিলেন, কিন্তু সেই বধিরের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। এমন সময় মৈত্রেয় ঋষি সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্যাস বলিয়া উঠিলেন :—

> অয়মায়াতি বৈ রাজন্ মৈত্রেয়ো ভগবান্ ঋষিঃ।
> এষ দুর্য্যোধনং পুত্রং তব রাজন্ মহান্ ঋষিঃ।
> অনুশাস্তা যথান্যায়ং শমায়াস্য কুলস্য চ॥
> এবমুক্ত্বা যযৌ ব্যাসো মৈত্রেয়ঃ প্রত্যদৃশ্যত।
> পূজয়া প্রতিজগ্রাহ সপুত্রস্তং নরাধিপঃ॥

ব্যাস বলিলেন :—

"হে রাজন্! এই যে ভগবান্ ঋষি মৈত্রেয় আসিতেছেন। সেই মহাঋষি তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে কুলের রক্ষার জন্য অত্র ন্যায়মত উপদেশ দিবেন।" এই বলিয়া ব্যাসদেব সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া সেই ঋষিকে পূজার দ্বারা অভিনন্দন করিলেন।" ব্যাসদেব যাঁহাকে 'মহান্ ঋষি' এবং 'ভগবান্ ঋষি' এই নামে পরিচিত করিলেন, তিনি কখনই সাধারণ মনুষ্য নহেন। বস্তুতঃ আমরা ভাগবতে দেখিতে পাই যে, মৈত্রেয়দেবকে 'দ্বৈপায়ন সুহৃৎ সখা' (ব্যাসদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু) বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

ব্যাস পরাশরের পুত্র, মৈত্রেয় পরাশরের শিষ্য। অতএব উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব বিচিত্র নহে। অন্যত্র মৈত্রেয় দেবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিতেছেন ;—

সখাপি তে ভারতমাহ বৃষ্ণঃ।

ভা-৩।৫।১২

"হে মৈত্রেয় দেব! আপনার সখা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের বক্তা"। বনপর্ব্বে দেখিতে পাই যে, ইহার পর কুরুসভায় মৈত্রেয়দেব উপবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ মধুর অথচ যুক্তিযুক্ত বাক্যে দুর্য্যোধনকে অনেক প্রকারে সৎ উপদেশ দিলেন। কিন্তু সে সকল হিতবাণী বধিরের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল না। তখন মৈত্রেয় দেব ভাবী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ ফল দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ দিব্যদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন। ঋষিদিগের অভিশাপ ক্রোধজনিত নহে, তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল দিব্য চক্ষুতে যেরূপ উপলব্ধি করেন, অভিশাপচ্ছলে তাহাই অভিব্যক্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

এ স্থলে আমাদের ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুর্য্যোধনের ধর্ম্ম-দ্রোহের ভাবী ফল ব্যাসদেব প্রকাশ না করিয়া মৈত্রেয় দেবের দ্বারা কেন প্রকাশিত হইল? ইহার উত্তর এই যে, এ যুগের ধর্ম্মগোপ্তা পরমর্ষি মৈত্রেয় দেব। ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণে ও প্রশমনে তাঁহারই অধিকার। ভাগবত পুরাণে মৈত্রেয় দেবের আমরা যে পরিচয় পাই, তাহার আলোচনা করিলে এ কথা স্পষ্ট হইবে। অতএব আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, ভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদ নামে একটি অপূর্ব্ব সামগ্রী আছে। মহর্ষি মৈত্রেয় ইহার বক্তা এবং ধার্ম্মিকপ্রবর বিদুর ইহার শ্রোতা। এই সংবাদের আরম্ভ এইরূপ ঃ—

কুত্র ক্ষত্তুর্ভগবতা মৈত্রেয়েণাস সঙ্গমঃ।
কদা বা সহ সম্বাদ এতদ্‌বর্ণয় নঃ প্রভো॥

ভা—৩।১।৩

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, "হে প্রভু! মৈত্রেয় ঋষির সহিত বিদুরের কোথায় সাক্ষাৎ হয় এবং কিরূপ কথোপকথন হয়, ইহা আপনি সবিস্তরে বর্ণনা করুন।" তদনুসারে ভাগবতের বক্তা শুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন।—কৌরব ও পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইলে ধার্ম্মিক বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে বহুবিধ উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিলেন, 'কৃষ্ণদ্বেষী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অমঙ্গলস্বরূপ; যদি নিজের ও কুলের মঙ্গল কামনা করেন, তবে অবিলম্বে ইহাকে পরিত্যাগ করুন।' দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং বিদুরকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিল। তখন বিদুর হস্তিনা-রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বল্কল ধারণ করিয়া ভারতবর্ষের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলা অভিনীত হইয়া গেল। আঠার দিনের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল প্রায় নির্ম্মূল হইল এবং দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে ভগ্ন-উরু হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল। ইহার পরও কয়েক বৎসর অতীত হইল। মায়ামানুষ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবসানের সময় উপস্থিত হইল, এবং যদুবংশ ধ্বংস হইবার সূচনা-স্বরূপ যাদবদিগের মধ্যে বিবিধ দুর্নীতি এবং যাদব-রাজধানীতে বিবিধ উৎপাত আরম্ভ হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার কোন প্রতীকার করিলেন না।

কেমনে নিবারি, কেন নিবারিব আমি,
নহি যাদবের আমি, জগতের স্বামী॥

কাল পূর্ণ হইলে যাদবেরা রথারোহণ করিয়া প্রভাসতীর্থে গমন করিল।

তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাম্।
নিম্লোচতিরবাবাসীদ্‌বেণূনামিব মর্দ্দনম্॥

ভা—৩।৪।২

যেমন পরস্পরের ঘর্ষণে বেণু গুচ্ছ দগ্ধ হইয়া সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সুরাপানে বিভ্রান্তচিত্ত যাদবগণ পরস্পরের কটূক্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যদুকুল নির্ম্মূল হইল।

এইবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা সংবরণ জন্য গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন এবং সরস্বতীর জলে আচমন করিয়া অশ্বত্থতরু-মূলে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ।
সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূলমুপাবিশৎ ॥

ভা—৩।৪।৩

তখন ভক্তপ্রবর উদ্ধব প্রভুর শ্রীচরণ হারাইবার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং অন্তরাল হইতে ভগবান্‌কে দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, সরস্বতীর তীরে শ্রীনিবাস জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ একাকী উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ সময় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহার অনিন্দিত শ্যাম বপু ও অরুণাভ আয়ত লোচন যেন জগৎকে আলোকিত করিতেছিল। তাঁহার পরিধানে পীত কৌষেয় এবং তাঁহার মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। বাম উরুর উপর তাঁহার দক্ষিণ পাদপদ্ম রক্ষিত হইয়াছে। তিনি একটি নবীন অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি জগতের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতেছেন। তথাপি তাঁহার বদনে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে।

অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্ ॥
শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥
বাম উরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্ঘ্রি-সরোরুহম্।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থমকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্ ॥ ভা—৩।৪।৬—৮

জগতের সেই মহাসন্ধিক্ষণে, মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে—যখন এক অন্তরঙ্গ ভক্ত উদ্ধব ভিন্ন কেহই ভগবানের সন্নিকটে নাই, সেই সময় মহর্ষি মৈত্রেয় তথায় উপস্থিত হইলেন।

তস্মিন্ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎসখা।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া॥

ভা—৩।৪।৯

'এমন সময় বেদব্যাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মহাভাগবত, সিদ্ধ ঋষি মৈত্রেয় যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপনীত হইলেন।' ভগবান্কে দেখিয়া পরম ভাগবত মৈত্রেয় ঋষি প্রেমে গদগদ হইলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও মৈত্রেয় ঋষির কি কথাবার্ত্তা হইল, ভাগবত তাহা প্রকাশ করেন নাই। তবে এইমাত্র ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ভগবান্ তাঁহাকে এ যুগের লোকশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকে তাঁহার চরম উপদেশ প্রদান করিবার পর লীলা সংবরণ করিলেন। প্রয়াণ-যাত্রার পূর্ব্বেই তিনি উদ্ধবকে বদরিক আশ্রমে প্রস্থান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্।

এখন বিয়োগবিধুর উদ্ধব ভগবানের সেই উপদেশ স্মরণ করিয়া বদরিকাশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদবিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্॥
যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবানৃষিঃ।
মৃদু তীব্রং তপো দীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ॥

ভা—৩।৪।২১—২২

উদ্ধব বলিতেছেন—'যেখানে লোক-ভাবন নর ও নারায়ণ ঋষি দীর্ঘকাল মৃদুতীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, আমি ভগবানের বিরহে

কাতর হইয়া তাঁহার প্রিয়ভূমি সেই বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিতেছি।' পথিমধ্যে যমুনাকূলে উদ্ধব ও বিদুরের সাক্ষাৎ হইল।

কালেন যাবৎ যমুনামুপেতা,
তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ॥ ভা—৩।১।২০

বিদুর তীর্থযাত্রা করিয়া ফিরিতেছিলেন, উদ্ধব বদরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। উদ্ধবকে দেখিয়া বিদুর যদুদিগের—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

অর্থায় জাতস্য যদুষ্বজস্য।
বার্ত্তাং সখে কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ॥
ভা—৩।১।৩৬

বিদুর বলিলেন, 'হে সখে! যিনি জগতের হিতার্থে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শ্রবণমঙ্গল সেই ভগবানের বিশেষ করিয়া কুশল-বার্ত্তা বল।' উদ্ধব সখেদে বলিলেন, 'বিদুর! আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন! কালরূপ সর্প যদুকুলকে গ্রাস করিয়াছে। যাদব দেশ আজ হতশ্রী। আমাদের কুশল কোথায়?' ইহার পর উদ্ধব সবিস্তারে যদুবংশধ্বংস ও ভগবানের লীলাবসানের কাহিনী বলিলেন। বিদুর যখন শুনিলেন যে, ভগবান্ বৈকুণ্ঠ-প্রয়াণের পূর্ব্বে উদ্ধবকে তত্ত্বরহস্যের উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন তিনি উদ্ধবকে বলিলেন, 'হে উদ্ধব! ভগবান্ যোগেশ্বর আপনাকে আত্মপ্রকাশক যে পরমজ্ঞানের কথা কহিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন।' উদ্ধব বলিলেন, 'না, তোমাকে উপদেশ দিবার অধিকার আমার নাই। লীলাবসানের সময়ে শ্রীহরি লোকশিক্ষার অধিকার ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষিকে দিয়া গিয়াছেন। তুমি তাঁহার সমীপে গমন কর।'

নন্বু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোঽন্তিকে।
সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা॥

ভা—৩।৪।২৬

ভক্তিবিনম্রবুদ্ধি বিদুরের তাদৃশ বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উদ্ধব তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে আর্য্য! আপনাকে উপদেশ প্রদানের অধিকার আমার নাই। আপনার তত্ত্বজ্ঞান-উপদেষ্টা কুশারু-নন্দন ভগবান্ মৈত্রেয় মুনি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগকালে স্বয়ং তাঁহাকেই ঐ অধিকার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ঐ ঋষিও এক্ষণে আমাদের অদূরেই অবস্থান করিতেছেন।' বিদুর তাহাই করিলেন। তিনি যমুনাতট হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক দিবসের মধ্যেই যেখানে মিত্রাতনয় (মৈত্রেয় দেবের মাতার নাম মিত্রা) মৈত্রেয় মুনি অবস্থান করিতেছিলেন, ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাবসিদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ॥

ভা—৩।৫।১

কুরুসত্তম বিদুর দেবনদী ভাগীরথীর দ্বারে (হরিদ্বারে) সমাসীন, অগাধ-সত্ত্ব মৈত্রের ঋষিকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার সারল্যাদি গুণগ্রামে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অন্যান্য কথার পর বিদুর মৈত্রেয় দেবকে বলিলেন :—

তদস্য কৌশারব শর্ম্মদাতুর্হরেঃ কথামেব কথাসু সারম্।
উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্ত্তবন্ধো শিবায় নঃ কীর্ত্তয় তীর্থ কীর্ত্তেঃ॥

—ভা—৩।৫।১৫

'অতএব হে ত্রিতাপহারি মৈত্রেয়! মধুকর যেমন পুষ্পসমূহ হইতে কেবল মধুভাগ গ্রহণ করে, আপনিও সেইরূপ সর্ব্বকথাসার হরিকথা অন্যান্য সকল প্রসঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া পরমানন্দ-প্রদানার্থ আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন।' মৈত্রেয় দেব বিদুরের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

তিনি অমোঘ ও অমৃতময় মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদ উপদেশ করিলেন। ইহা ভাগবতের এক অতি উপাদেয় অংশ।

এখানে আমরা মৈত্রেয় দেবকে তত্ত্বোপদেষ্টা সম্পূর্ণ গুরুর উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখিলাম। আরও অবগত হইলাম যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবসানের সময় স্বয়ংই তাঁহাকে এই উচ্চ অধিকার দিয়া গিয়াছেন। মৈত্রেয়দেব যে এখনও সেই অধিকার পালন করিতেছেন, তাহা বিচিত্র নহে।

ভাগবতে আমরা মৈত্রেয়দেবের যে পরিচয় পাইলাম, তাহা প্রায় ৫,০০০ বৎসরের কথা। ইহার ২,৫০০ বৎসর পরে ভগবান্ বুদ্ধ দেবের শ্রীমুখে পুনশ্চ তাঁহার পরিচয় পাই। বুদ্ধদেবের মুখের কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রাচীন পালিগ্রন্থ দীর্ঘ-নিকায় ও অনাগতবংশে এই পরিচয় রক্ষিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব বলিতেছেন :—

"সাধুত্তম সম্যক্ সম্বুদ্ধ মৈত্রেয় দেব যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি আর্য্যমার্গের পারগামী, যিনি কল্যাণময়, যিনি সংযমীর অনুপম সারথি, দেব-মানবের শিক্ষক, ভাবী বুদ্ধ ভগবান্ মৈত্রেয়। সম্প্রতি আমি যেমন পৃথিবীতে আবিভূ'ত হইয়াছি, সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত মৈত্রেয় সেইরূপ আবিভূ'ত হইবেন। যে মার্গ আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে মধুময়, তাহা তিনি সম্যক্ উপদেশ দিবেন, তিনি সম্পূর্ণ ও সুপবিত্র শিক্ষার প্রচার করিবেন।

* * *

হে সারিপুত্র। সেই কল্যাণীয় যুগে যাহা ঘটিবে, তোমায় বলিতেছি। আমার পূর্ব্বে তিন জন বুদ্ধ হইয়াছেন ;—কাকুসন্ধ, পুণাগমনো এবং কাশ্যপ,। আমি চতুর্থ বুদ্ধ সম্যক্-সম্বুদ্ধ লোক-শিক্ষক মৈত্রেয় দেব পঞ্চম বুদ্ধ। তিনি সেই কল্যাণীয় যুগে আবিভূ'ত হইবেন।"

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বৌদ্ধমতে আমাদের মৈত্রেয় দেবই আগামী বুদ্ধ। সেই জন্যই বৌদ্ধেরা তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব মেত্তেয় বুদ্ধ বলেন।

ব্রহ্মদেশের (যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও সজীব আছে) অনেক স্থানে দেখা যায় যে, যেখানেই বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি, তাহার সহিত প্রায়ই এই ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয় দেব সংযুক্ত আছেন। বুদ্ধদেব গৌরবর্ণ, যোগাসনে সমাসীন ; মৈত্রেয় শ্বেতবর্ণ, তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

আমরা বলিয়াছি, যে মৈত্রেয় দেব ঋষিসংঘের এক জন প্রধান সদস্য। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি যে, মৈত্রেয় দেব ঋষিসঙ্ঘের এক জন প্রধান সদস্য। এই ঋষিসঙ্ঘ কি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় জানা আবশ্যক।

প্রথমতঃ সঙ্ঘ বলিতে আমরা কি বুঝি? সঙ্ঘ অর্থে রাশি নহে। সেনা (Army) ও জনতার (Rabble) মধ্যে যে প্রভেদ, সঙ্ঘ ও রাশির মধ্যে সেই প্রভেদ। যখন কোন জনসমূহের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব থাকে, যখন তাহারা পরস্পর আন্তরিক যোগে সংযুক্ত হয়, যখন তাহারা এক ভাবে ভাবিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত থাকে, তখন সেই জনসমূহ সঙ্ঘে পরিণত হয়। অতএব সঙ্ঘ = Organised Hierarchy।

প্রাচীন গ্রন্থে ঋষিদিগের এইরূপ সঙ্ঘের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদ্ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানকে ঋষি-সঙ্ঘ-জুষ্ট এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। "প্রোবাচ সম্যক্ ঋষিসংঘজুষ্টম্।" বাস্তবিক এই ঋষিসঙ্ঘই ব্রহ্মবিদ্যার ধারক, পালক ও রক্ষক। বৌদ্ধেরা প্রতিদিন বলেন,—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'—'আমি বুদ্ধের শরণ লই, আমি ধর্ম্মের শরণ লই, আমি সঙ্ঘের শরণ লই।' এই সঙ্ঘ ঋষিসঙ্ঘ—খৃষ্টানেরা ইহাকে Community of Saints বলেন।

প্রাচীন গ্রন্থে যদিও এই ঋষিসঙ্ঘের উল্লেখ আছে, তথাপি ইহার বিশিষ্ট বিবরণ আমরা থিওজফি হইতে জানিয়াছি। থিয়জফিষ্টরা এই ঋষিসঙ্ঘকে the Occult Heirarchy বা White Lodge (শুদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডল) বলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর নেত্রী শ্রীমতী এনি বেসেণ্ট এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে কয়েকটি কথা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"One Department of the Occult Hierarchy is the Governing Department; the second Great Depart-

ment is the Teaching, the education of humanity, the one of Power and the other of wisdom, of the growth of Religion, of all that requires the higher teaching. * *

"First then of Power. You know how in your own Hindu scriptures you have the four great Kumaras, and you see in them the mighty but mysterious powers which seem to stand behind human evolution.

Heads of the Hierarchy are they, whom H. P. Blavatsky described as the spreading Banyan Tree.

* * * *

"Try to realise that the Manu is present amongst us as really as He was in the past ; that He is living in the physical body in the far off Himalayas with His strength.

"Realise also that in those Himalayas is the ancient Rishi Maitreya, now the Bodhisattva. Think then of the two mighty Ones, one in the Ruling and the other in the Teaching Department, shaping and working, and holding all these powers that nothing can stand against."

—Occult Hierarchy.

ইহা হইতে জানা গেল যে, ঋষিসঙ্ঘ বা শুদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলের শীর্ষস্থানে মহাঋষি সনৎকুমার ও তাঁহার সহকারী আর তিন জন কুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন। এই কুমার চতুষ্টয়ের আমাদের পুরাণে সবিশেষ উল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকে চতুঃসনঃ বলে। বৌদ্ধ গ্রন্থে যে চারি জন প্রত্যেক বুদ্ধের উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ তদ্দ্বারা এই কুমার-চতুষ্টয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই চারি জন কুমারের মধ্যে প্রধান সনৎকুমার। ইনি যেন এই ভূমণ্ডলের রাজা। তাঁহার অধীনে দুই জন মহাপাত্র, বৈবস্বত মনু ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব—যেন তাঁহার দক্ষিণ ও বাম বাহু। এক জন (মনু) শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষ, অন্য জন (মৈত্রেয় দেব) পালন-বিভাগের

অধ্যক্ষ। রাজরাজ সনৎকুমার এই দুই বাহুর দ্বারা ভূমণ্ডলের শাসন ও পালন বিধান করিতেছেন।

শাস্ত্র গ্রন্থের স্থানে স্থানে এই মহাঋষি সনৎকুমারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, কোন সময়ে নারদ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য এই সনৎকুমারের নিকট শিষ্য ভাবে উপনীত হইয়াছিলেন।

"অধীহি ভগবন্ ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।" এবং ভগবান্ সনৎকুমার ভূমা-তত্ত্বের উপদেশ দিয়া নারদকে তমসের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন।

"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।" ৭।২৬।২

মহাভারতে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলায় সনৎকুমার প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্।"

মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৭।১৫২

"সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নঃ প্রবিবেশ যথাগতম্।"

স্বর্গারোহণ ৫।১৩

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তাঁহার পরিচয়স্থলে বলিয়াছেন যে, তিনি বৈষ্ণবদিগের প্রধানদিগের প্রধান, এবং জ্ঞানীদিগের গুরুর গুরু।

"বৈষ্ণবানামগ্রণীশো জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ১২৯ অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড।

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত সনাতন গোস্বামী তাঁহার পরিচয় আরও একটু স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দিয়াছেন ;—

"সনৎকুমারনামায়ং জ্যেষ্ঠোঽস্মাকং মহত্তমঃ।
আত্মারামাপ্তকামানামাদ্যাচার্য্যো বৃহদ্‌ব্রতঃ॥"

বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৭০

বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে সনাতন গোস্বামী কোন ঋষিকুমারের মুখ দিয়া বলাইতেছেন, এই সনৎকুমারই আমাদিগের জ্যেষ্ঠ। তিনি মহত্তম, তিনি বৃহদ্‌ব্রত, তিনি আত্মারাম ও আপ্তকাম (জীবন্মুক্ত) দিগের আদ্যাচার্য্য। *

তিনি চিরকুমার, ক্রিয়াশক্তিবলে যুগযুগান্ত পূর্ব্বে যে কুমার-দেহে উৎপন্ন হইয়াছেন, অদ্যাবধি সেই দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভূমণ্ডলের কর্ত্তৃত্বভাররূপ বৃহৎ অধিকার বহন করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহার নাম সনৎকুমার। এই মর্ম্মে হরিবংশ বলিতেছেন ঃ—

"যথোৎপন্নস্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাম্।
তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নামৈতৎ মে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী আনি বেসান্ত 'মানবের অতীত ও ভবিষ্যৎ' (Man—whence & whither) নামে এক সুবৃহৎ পুস্তক প্রচার করেন। তাহাতে স্থানে স্থানে ভগবান্ সনৎকুমারের প্রসঙ্গ আছে। ঐ গ্রন্থের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে—

Sanatkumara—the supreme Lord of the Hierarchy * * the Eternal virgin, in all the beauty of unchanging youth, who was yet the Ancient of Days. —page 269.

অর্থাৎ সনৎকুমারই ঋষিসংঘের অধিনায়ক—চিরকুমার, সনাতন ঋষি অথচ স্থির যৌবনের সৌকুমার্য্যে বিমণ্ডিত। (ইহার সহিত হরিবংশের 'যথোৎপন্নস্তথৈবাহং' এই উক্তি তুলনীয়)। অন্যত্র মিসেস্ বেসাণ্ট লিখিতেছেন—

* "The Arhats of tha 'fire-mist' of the seventh ring are but one remove from the Root-base of their Hierarchy—the highest on Earth, and our Terrestrial chain. This Root-base has a name which can only be translated by several compound words into English—the ever-living human Banyan." (The Secret Doctrine, vol. I, pp 207.)

There he stood, the youth of sixteen summers, Sanat-kumara the Eternal virgin youth, the New Ruler of Earth come to his Kingdom. His pupils, the three Kumaras with Him * * clothed in the glorious bodies They had created by Kriya sakti, the first occult hierarchy, branches of the one spreading Banyan tree, the nursery of future adepts, and centre of occult life. Their dwelling place was and is the imperishable sacred land on which shines down the blazing star, the symbol of earth's monarch—pp 102—03.

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডলে ঋষিসঙ্ঘের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া দীক্ষা-মন্দির রচনা করিবার জন্য, যে দিন ভগবান্ সনৎকুমার সহযোগী কুমারদিগের সহিত শুক্র গ্রহ হইতে এই পৃথিবীর উপর অবতরণ করেন, সেই দিনের কথা লক্ষ্য করিয়া, মিসেস বেসাণ্ট লিখিতেছেন ;— "ষোড়শ-বর্ষীয় কুমার, সনৎকুমার চিরকুমার, এই ভূমণ্ডলের নবীন অধিরাজ, তাঁহার সাম্রাজ্যে উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার তিন জন শিষ্য কুমারত্রয়, সকলেই ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে বিরচিত জ্যোতির্ম্ময় দেহধারী ; ইঁহারাই ঋষিসঙ্ঘের আদিদীক্ষারূপী মহা বটদ্রুমের শাখা-প্রশাখা, ভাবী জীবন্মুক্তের নিদান এবং অধ্যাত্ম-জীবনের কেন্দ্র। পূর্ব্বাপর তাঁহাদের আবাসস্থান সেই অক্ষয় পুণ্যভূমি শ্বেতদ্বীপ, যাহার শিরে সেই অধিরাজের কেতনস্বরূপ উজ্জ্বল তারকা দীপ্তি পাইতেছে।" ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক Old Testament গ্রন্থে এইরূপ একজন বিরাট পুরুষের উল্লেখ আছে, ইহুদীদিগের আদি পিতা এব্রাহেমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে বাইবেল বলিতেছেন ;—

Without father without mother, having neither beginning nor end of life, made like unto the son of God, He abideth a priest continually,' অর্থাৎ তাঁহার জনক নাই,

জননী নাই, আরম্ভ নাই, শেষ নাই, তিনি ঈশ্বরের পুত্রস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের পুরোহিতরূপে চিরদিন বিরাজিত রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ এ স্থলে বাইবেল ভগবান্ সনৎকুমারকে লক্ষ্য করিতেছেন; কারণ, তিনি অধিকার পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলের রাজ্যাধিকার বহন করিতেছেন। *

"যাবদধিকারম্ অবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্"—ব্রহ্মসূত্র।

তাঁহারই মহাপাত্রদ্বয় বৈবস্বত মনু এবং আমাদের আলোচ্য মহা ঋষি মৈত্রেয় দেব।

ঋষিসংঘের প্রসঙ্গে কয়েক জন ঋষি মহর্ষির উল্লেখ আমরা শাস্ত্রগ্রন্থে প্রাপ্ত হই। এখানে সংক্ষেপে তাঁহাদের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থের আরম্ভে সর্ব্বত্র নারায়ণ ও নরকে নমস্কার করা হইয়াছে।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।"

---

* এ প্রসঙ্গে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ Secret Doctrine-এ লিখিয়াছেন :—Why does the solitary Watcher remain at his self-chosen post? Why does he sit by the fountain of primeval wisdom, of which he drinks no longer, as he has naught to learn which he does not know—aye neither on this Earth, nor in its Heaven? *

Because he would fain show the way to that region of freedom and light, from which he is a voluntary exile himself, to every prisoner who has succeeded in liberating himself from the bonds of flesh and illusion. Because, in short, he has sacrificed himself for the sake of mankind though but a few elect may profit by the great sacrifice.—The Secret Doctrine, vol. I, p 258 (First Edition),

এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া মান্দ্রাজনিবাসী সার সুব্রহ্মণ্য আইয়ার লিখিয়াছেন,—

"He has, it would seem, to continue to hold this stupendous charge, until the evolutionary life completely passes on to the next globe in our chain." (Theosophist for November 1915.)

এই নর ও নারায়ণ কে?

আমরা শুনিতে পাই—

"অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্‌।"

অর্জ্জুনে এই নরের আবেশ ছিল এবং নারায়ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অন্যত্র শুনা যায় যে, ইঁহারা পুরাতন ঋষিদ্বয়—বদরিকাশ্রমে বহু বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, পরে ভগবানের দ্বাপরলীলার সময় কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে তাঁহার সহায়তা করেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে কিরাতপর্ব্বাধ্যায়ে মহাদেব অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"নরস্ত্বং পূর্ব্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্‌।
বদর্য্যাং তপ্তবান্‌ উগ্রং তপো বর্ষাযুতান্‌ বহূন্‌॥"

বনপর্ব্ব—৪০।১

হে অর্জ্জুন! তুমি পূর্ব্বদেহে নররূপে নারায়ণের সহিত বদরীতে বহু সহস্র বৎসর উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছিলে।

"নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণৌ ঋষিসত্তমৌ।
সহিতৌ মানুষে লোকে সংভূতাবমিতদ্যুতী॥"

ভীষ্মপর্ব্ব—৬৬।১১

'সেই পুরাতন অমিততেজা ঋষিশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ সম্প্রতি (দুষ্টবধের জন্য) মনুষ্যলোকে (কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে) আবির্ভূত হইয়াছেন।'

'এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ।'

উদ্‌যোগপর্ব্ব—৪৯।২০

'নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণ, নর ঋষি অর্জ্জুন।' ঐ পর্ব্বের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

৫

"নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষো হরির্নারায়ণোহহম্‌।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী॥"

'হে অর্জ্জুন, তুমি দুর্দ্ধর্ষ নর, আমি নারায়ণ হরি। আমরা সেই নরনারায়ণ ঋষি কালে এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি।'

এই মর্ম্মে ভাগবত বলিতেছেন—

"পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্॥"

ভূমা-পুরুষ বলিতেছেন :—

হে কৃষ্ণার্জ্জুন! তোমরা পূর্ণকাম নরনারায়ণ ঋষি। কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য, জগতের স্থিতির জন্য ধর্ম্মাচরণ কর।

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, ঋষিসংঘের এই দুই জন পুরাণ ঋষি কৃষ্ণাবতারে ভগবানের পালনকার্য্যের সহায়তার জন্য নরঋষি অর্জ্জুনের দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং নারায়ণ ঋষি দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহরির বৈষ্ণব তেজের আধার হইয়াছিলেন। সেই জন্য মহা-ভারতে শ্রীকৃষ্ণকে কোথাও নারায়ণ ঋষি, কোথা বা শ্রীহরি বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দেবীভাগবত বলিয়াছেন,—

"আবাঞ্চ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ নরনারায়ণাভিধৌ।
লীনোঽহং কৃষ্ণপাদাব্জে বভূব ফাল্গুনোঽবরঃ॥"

'আমরা (কৃষ্ণার্জ্জুন) ধর্ম্মপুত্র নরনারায়ণ ঋষি। আমাদের মধ্যে এক জন (নারায়ণ) কৃষ্ণপাদপদ্মে বিলীন হইলাম; অন্য জন (নর) অর্জ্জুনরূপে উৎপন্ন হইলাম।'

নরনারায়ণের স্থান বদরী আশ্রম হিমালয়ের শিখর গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিত।

"বদরীমাশ্রমং পুণ্যং গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
নরনারায়ণস্থানে তৎপাবিতমহীতলে॥" বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭।৩২-৩

এই বদরী আশ্রমে সময়ে সময়ে ঋষিদিগের বৈঠক হয় এবং কলাপ-গ্রামবাসী মহাত্মাগণ সমবেত হন। এক দিনের ঘটনা ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥
যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম ॥
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেত আকল্পাদাস্থিতস্তপঃ।
তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥
তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিদম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥"

ভা, পু, ১০।৮৭

'একদা ভগবৎপ্রিয় নারদ ঋষি লোক পর্য্যটন করিতে করিতে সনাতন নারায়ণ ঋষিকে দেখিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। সেই ঋষি মনুষ্যজাতির মঙ্গলকামনায় কল্পের আরম্ভ হইতে এই ভারতবর্ষে তপস্যার আচরণ করিতেছিলেন। কলাপ-গ্রামবাসী ঋষিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রণত নারদ ঋষি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, তিনি জনলোকবাসী কুমারদিগের মধ্যে যে ব্রহ্মবাদ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিলেন।' কলাপগ্রাম কোথায়? মহাভারত বলিতেছেন ঃ—

"হিমালয়মতিক্রম্য কলাপগ্রামমাবিশন্।"

—মৌষলপর্ব্ব।

অর্থাৎ কলাপগ্রাম হিমালয়ের অপর পারে। ইহা ঋষিস্থান—অনেক মহাত্মার বাসভূমি।

কলাপগ্রামবাসী দুই জন সিদ্ধ মহাত্মার বিবরণ আমরা জ্ঞাত হইয়াছি—ইঁহারা পুরাণকথিত মরুদেব ও দেবাপিদেব; বর্ত্তমানে রাজপুত ক্ষত্রিয় শরীরে ও কাশ্মীরি ব্রাহ্মণদেহে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারাই থিয়সফিক্যাল সভার প্রতিষ্ঠাতা এবং জগদ্‌গুরুর ভাবী আগমনের পূর্ব্বযাত্রী। ইঁহারাও ঋষিসংঘ বা শুদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলের দুই জন বিশিষ্ট সদস্য। ইঁহাদের সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

"দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ ॥ ৩৭
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥" ৩৮
ভাগবতপুরাণম্। দ্বিতীয় অধ্যায়। ১২ স্কন্ধ।

"শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকুবংশজাত মরু মহাযোগবলে বলীয়ান্ হইয়া কলাপগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহারা উভয়ে বাসুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রম-সমন্বিত ধর্ম্ম বিস্তার করিবেন।"

"দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামসংশ্রয়ৌ॥ ৪৫
কৃতে যুগ ইহাগত্য ক্ষত্রপ্রবর্ত্তকৌ হি তৌ।
ভবিষ্যতো মনোর্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ॥ ৪৬
এতেন ক্রমযোগেন মনুপুত্রৈর্ব্বসুন্ধরা।
কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভুজ্যতে॥ ৪৭
কলৌ তৌ বীজভূতাস্তে কেচিৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে।
যথৈব দেবাপিমরূ সাম্প্রতং সমবস্থিতৌ॥" ৪৮
বিষ্ণুপুরাণম্—২৪ অঃ—৪র্থ অংশ।

"পুরু-বংশীয় রাজা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মরু মহাযোগ-বলশালী হইয়া কলাপগ্রাম আশ্রয়ে বসতি করিতেছেন। সত্যযুগের আগমনে ইঁহারা ক্ষত্রবংশ প্রবর্ত্তিত করিবেন। ইঁহারা ভবিষ্যৎ মনুবংশের বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রকার ক্রমযোগে মনুপুত্রগণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি দেবাপি ও মরু যেরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপ কোন কোন মহাত্মা কলিযুগে বীজরূপে ভূতলে অবস্থান করিয়া থাকেন।"

বলা বাহুল্য যে, উপরে আমরা যে কয় জন মহর্ষি ও মহাত্মার উল্লেখ করিলাম, তাঁহারা ব্যতীত ঋষিসংঘের আরও অনেক সদস্য আছেন।

বাস্তবিক প্রত্যেক জীবন্মুক্ত পুরুষই এই শুদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং সকলেরই আদ্যাচার্য্য ও অধিনায়ক ভগবান্ সনৎকুমার। ইঁহারা সকলেই অধিকারী পুরুষ। কেহ পূর্ব্ব মন্বন্তরে, কেহ এই মন্বন্তরে প্রভূত সাধনা ও প্রচুর আত্মত্যাগের দ্বারা সেই সেই অধিকারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল অধিকার বহনের জন্য কিরূপ ভাবে প্রস্তুত হইতে হয়, তাহার কতক পরিচয় আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে প্রাপ্ত হই। পূর্ব্বতন স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ নামে এক জন মহীপতি ছিলেন। তিনি শত্রুর চক্রান্তে ও দুর্মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইতে বাধ্য হয়েন। সেখানে সমাধি নামক এক হৃতসর্ব্বস্ব বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে নিরুপায় হইয়া মেধস ঋষির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঋষি তাঁহাদিগকে ভগবতী মহামায়ার আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। একাগ্র সাধনায় সিদ্ধ হইলে দেবী তাঁহাদের অভিলষিত বরদানে উদ্যত হন। তখন দুর্ব্বল অধিকারী বৈশ্য মুক্তি বর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু সুরথ রাজা আগামী অষ্টম মন্বতরে সাবর্ণি মনু হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

"সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ"—চণ্ডী।

বাস্তবিক মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ভাবী সাবর্ণি মনুর জাতকগ্রন্থ ভিন্ন কিছু নহে। সেই জন্য এই গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ;—

"সাবর্ণিঃ সূর্য্যোতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাৎ গদাতো মম॥"

পুরাণবক্তা ঋষি বলিতেছেন—'সূর্য্যতনয় অষ্টম মনু সাবর্ণির উৎপত্তি-কথা সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর।' এইরূপে দেখা গেল যে, সেই দূর অতীত মন্বন্তরে সুরথ রাজা অষ্টম মনুর অধিকার বহন করিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখন সপ্তম মনু বৈবস্বতের মন্বন্তর। ইনি আর্য্যজাতির আদি পিতা—জম্বুদ্বীপের অধিপতি। কালবশে

জম্বুদ্বীপের ধ্বংস হইয়া নূতন জাতির উদ্ভব হইবে। সেই জাতির জনক ও সেই দ্বীপের অধিপতি হইবেন—সাবর্ণি মনু, চণ্ডীবর্ণিত পূর্ব্ব মন্বন্তরের সুরথ রাজা।

এইরূপ অন্যান্য অধিকারী পুরুষের কথা আমরা পুরাণদিতে পাঠ করি। "দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি। বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি" ইত্যাদি। অশ্বথামা ব্যাস হইবেন, বলি ইন্দ্র হইবেন, ইত্যাদি। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাঁহারা ইন্দ্র, ব্যাস প্রভৃতির অধিকার পালন করিতেছেন, কাল পূর্ণ হইলে তাঁহাদের অধিকার-সমাপ্তি হইবে এবং অন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁহাদের পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অধিকার পালন করিবেন। শুনা যায়, মহর্ষি মরু ও দেবাপি ভাবী মন্বন্তরে মনু ও বোধিসত্ত্ব বা ব্যাসের অধিকারে অধিষ্ঠিত হইবেন।

এই যে সকল সিদ্ধ মহাত্মা ভাবী অধিকার পালন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহারা অনেকেই স্থূলদেহধারী জীব। এই মৈত্রেয় দেব—আমরা যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি—তিনি কিরূপ দেহে আছেন? ঋষিরা ইচ্ছা করিলে যোগবলে যত দিন ইচ্ছা দেহ রক্ষা করিতে পারেন অথবা কালবশে দেহ জীর্ণ হইলে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া কিংবা পরদেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারেন। মরুদেব ও দেবাপিদেব সম্বন্ধে যেরূপ শুনা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা প্রাচীন দেহ ত্যাগ করিয়া ইতি-মধ্যে অনেক বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি মরুদেব রাজপুত-শরীরে এবং দেবাপিদেব কাশ্মীরি-ব্রাহ্মণ-দেহে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কয়েক বৎসরের জন্য যেরূপ অমরু রাজার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, শুনা যায়, কোন কোন মহাত্মা নিজ দেহ জীর্ণ হইলে এইরূপ পরকায় প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। গ্রীকদিগের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, গ্রীক যোগী পীথাগোরস নিজ দেহ নষ্ট হইলে,

এক মৃত ধীবরের দেহে প্রবেশ করিয়া অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। অথবা ইচ্ছা করিলে যোগীরা দেহের মধ্যে যোগাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া এই পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর দেহকে অজর অমর করিতে পারেন। শাস্ত্রে অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস প্রভৃতি সপ্ত চিরজীবীর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের এইরূপ জরা-মৃত্যুর অতীত যোগাগ্নিময় শরীর। এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এইরূপ কহিয়াছেন—

"পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।"

শ্বেত ২।১২

অর্থাৎ যোগগুণ প্রবৃত্ত হইলে, যোগী পঞ্চভূতাত্মক দেহের স্থলে যোগাগ্নিময় শরীর প্রাপ্ত হন। এ শরীর জরা মৃত্যুর অতীত। এইরূপ দেহের সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর বলিতেছেন—

"লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি।"

শ্বেত ৩।১৩

অর্থাৎ ঐরূপ যোগীর শরীর লঘু হয়, রোগহীন হয়, অলোলুপ হয়, তাহার বর্ণপ্রসাদ হয়, স্বরসৌষ্ঠব হয়, শুভগন্ধ হয় এবং মূত্রপুরীষ অল্প হয়। যোগের ভাষায় ইহাকে কায়-সম্পদ্ বলে। ইহা অন্যতম যোগসিদ্ধি—

"ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ
তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ" যোগসূত্র ৩।৪৫

"রূপলাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ।"— ৩।৪

'অতঃপর অণিমাদির প্রাদুর্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ লাভ হয় এবং ভূতধর্ম্মের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতির অনভিঘাত হয়।' রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রের ন্যায় শরীরের দৃঢ়তাকে কায়-সম্পদ্ বলে।

'দর্শনীয়ঃ কান্তিমান্ অতিশয়বলো বজ্র-সংহননশ্চেতি।'

—ব্যাসভাষ্য।

ভগবদ্গীতার 'ধ্যানেশ্বরী' নামে একখানি মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভাষ্য আছে। ঐ ভাষ্যকার যোগসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ঐ ভাষ্যে যোগাগ্নিময় শরীরের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। নিম্নে সেই বর্ণনার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। * তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ—

* When this path is beheld, then thirst and hunger are forgotten ; night and day are undistinguished in this road.

* * * *

Then with a discharge from above, the reservoir of moon fluid of immortality (contained in the brain), leaning over on one side, communicates into the mouth of the *Power*.

Thereby the tubes (nerves) are filled with the fluid ; it penetrates into all the members, and in every direction the vital breath dissolves thereinto.

As from the heated crucible all the wax flows out, and then it remains thoroughly filled with the molten metal poured in.

Even so, that lustre (of the immortal moon-fluid) has become actually moulded into the shape of the body : on the outside it is wrapped up in the folds of the skin.

Even so, above is this dry shell of the skin, which like the husk of grain of itself falls off.

Afterwards such is the splendour of the limbs, that one is perplexed whether it is a self-existing shaft of Cashmere porphyry, or shoots that have sprouted up from jewel seed.

Such becomes the body, what time the serpentine (or annular) *Power* drinks the moon fluid (of immortality descending from the brain), then oh ! friend, Death dreads the shape of the body.

Then disappears old age, the knots of youth are cut to pieces, and *the lost state of childhood re-appears !*

As the golden tree at the freshly sprouting extremities of its branches puts forth jewel buds daily new, even so, *new and beautiful nails sprout forth* (from his fingers and toes).

যোগসিদ্ধ পুরুষের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া সুষুম্নার দ্বারে সহস্রার স্পর্শ করিলে, সহস্রদল হইতে একরূপ অমৃতক্ষরণ হয়। সেই অমৃতধারা সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া, প্রাণকে আপ্লুত করে। তখন সেই ধারার দ্যুতি যেন ঘনীভূত হইয়া শরীরের এক নবীন ত্বক্ রচনা করে। তখন যোগীর দেহ-চর্ম্ম ধান্যতুষের ন্যায় খসিয়া পড়ে এবং দেহে অপূর্ব্ব লাবণ্যের বিকাশ হয়—যেন দেহ রত্ন-খচিত বলিয়া মনে হয়। মৃত্যু তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে, জরা কোথায় অন্তর্হিত হয়, এমন কি যৌবনও পুনঃ মুকুলিত হইয়া শৈশবের দিকে ফিরিয়া যায়। যেমন বসন্তাগমে তরুবর নব পুষ্প-কিশলয়ে ভূষিত হয়, সেইরূপ দেহও নবীন নখদন্তে শোভিত হয়, যেন হীরকশ্রেণী দীপ্তি পাইতে থাকে; এবং যোগীর পদতল, করতল রক্তপদ্মের সমতুল্য হয়; এবং চক্ষুতে অপূর্ব্ব জ্যোতি খেলিতে থাকে; যোগীর শরীর বায়ুর তুল্য লঘু হয় এবং আপ্রনখ সুবর্ণময় বোধ হয়।

মহাঋষি মৈত্রেয়দেবের যখন আমরা মহাভারতের সময় কুরুসভায় দর্শন পাই, তখন তিনি অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসরের লোক। কুরুসভায় তিনি যে দেহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যদি এখনও সেই দেহই রক্ষা করিয়া থাকেন, তবে তাহা নিশ্চয় যোগাগ্নিময় শরীরে পরিণত হইয়াছে। নতুবা তিনি কয়েক বার দেহপরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে নবতর শরীরে বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মদেশস্থ অনেক বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সহিত এক শ্বেতাঙ্গ যোগিমূর্ত্তি দেখা যায়। ইনিই বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়দেব।

He gets other teeth also; but these shine beyond all measure as rows of diamonds set on either side.

The palms of the hands and soles of the feet become like red lotus flowers; the eyes grow inexpressibly clear.

The body becomes of gold in lustre, but it has the lightness of the wind, for of water and of earth no portion is left.—Quoted in Dream of Ravan pp. 189—192.

বুদ্ধদেব স্বর্ণকান্তি, ইঁহার ঐ সকল মূর্ত্তি শ্বেতকান্তি। এরূপ মূর্ত্তির কি ইহাই ভাবার্থ যে, মৈত্রেয়দেব সম্প্রতি যে শরীর ধারণ করিয়া আছেন, তাহা শ্বেতাঙ্গ শরীর?

মৈত্রেয়দেব যে শরীরেই থাকুন এবং যেখানেই অবস্থান করুন (শুনিয়াছি, তিনি হিমালয়ের কোন দক্ষিণাভিমুখীন শিখরস্থ যোগোদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন), আমাদের জানিবার বিষয় এই যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি হিমাচলের অভ্রভেদী চূড়া পরিত্যাগ করিয়া যখন আমাদের কঠিন মাটীতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তিনি কোন্ দেহে দর্শন দিবেন; অর্থাৎ তিনি কি স্বশরীরে আবির্ভূত হইবেন অথবা আবির্ভাবের জন্য শরীরান্তর গ্রহণ করিবেন?

শরীরান্তর গ্রহণ করাই সম্ভব ও সঙ্গত। কারণ, সিদ্ধযোগীর যোগাগ্নিময় অথবা যোগসুকুমার দেহ আমাদের পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট আবহাওয়ার সমযোগ্য নয়। তাই বলিতেছিলাম, তিনি অন্য দেহে আবির্ভূত হইবেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অবতারস্থানীয় মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে আবির্ভাবের জন্য জননী-জঠরে প্রবেশ করিয়া শৈশব ও কৈশোরের কয়েক বর্ষ অপব্যয় করেন না। বরং দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে অমরু রাজার দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা পরকায় প্রবেশ করিয়া জগতে আবির্ভূত হন। পরশুরামের দেহে এইরূপে বিষ্ণুতেজ প্রবেশ করিয়া ক্ষত্রিয় কানন দগ্ধ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র সেই তেজ সংহরণ করিলে, পরশুরাম ভার্গব ঋষি হইলেন; আর বৈষ্ণব তেজের আধার পরশুরাম রহিলেন না। এইরূপ ইহুদী দেশে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন আর এক বৈষ্ণবী লীলার অভিনয় হইয়াছিল, তখন ক্রাইষ্ট শিষ্য যীশুর দেহে প্রবেশ করিয়া যীশুখৃষ্টরূপে এই অভিনয়ের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। এখানেও সেই আবেশের ব্যাপার। যীশুখৃষ্টকে ক্রুশে চড়াইলে যখন সেই ক্রাইষ্ট-শক্তি যীশুর দেহ

হইতে অপসৃত হইল, তখন যীশু সখেদে বলিয়াছিলেন—'Father! Father! Why hast Thou forsaken me?"—পিতঃ! পিতঃ! কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে? কিন্তু এই আবেশের বা পরকায়প্রবেশের প্রকাণ্ড কাণ্ড আমরা ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা শ্রীচৈতন্যদেব। প্রথম বয়সে নিমাই পণ্ডিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি তর্ককুশল শুদ্ধপূত ব্রাহ্মণকুমার মাত্র ছিলেন, পরে তাঁহার দেহ-রঙ্গভূমে বিচিত্র বিবিধ অভিনয় আরম্ভ হইল। এমন কি, গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং রাসেশ্বরী শ্রীরাধাও সেই দেহে প্রবেশ করিলেন।

জগদ্‌গুরু মৈত্রেয় দেবের আগামী আবির্ভাব ব্যাপারেও সম্ভবতঃ এইরূপই ঘটিবে। তিনিও কোন ভক্ত শিষ্যের যোগশুদ্ধ সাধনাপূত শরীরে প্রবেশ করিবেন এবং যে কয় বৎসর এই পৃথিবীতে লীলা করার আবশ্যক হইবে, সেই কয় বৎসর সেই শরীরেই অবস্থান করিবেন। আমরা সেই শুভদিনের অপেক্ষা করিতেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(আগমনের পূর্ব্ব লক্ষণ।)

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে যেরূপ ঊষার অরুণচ্ছটা প্রকাশিত হয়, যাহা লক্ষ্য করিয়া বিশ্ববাসী নিশ্চয় করে যে, সূর্য্যোদয় আগতপ্রায়,—মৈত্রেয় দেবের আগমনের সেইরূপ কোন পূর্ব্বসূচনা কি লক্ষিত হইতেছে—যদ্দ্বারা আমরা ধারণা করিতে পারি যে, তাঁহার আবির্ভাব আগতপ্রায় ? জগতের সর্ব্বত্র এ সম্বন্ধে যে আশা-প্রতীক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা তাঁহার ভাবী আগমনের একটা সূচনা বটে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর লক্ষণ কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না ? এরূপ লক্ষণ অনেকগুলি ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই সকল লক্ষণকে আমরা বহির্লক্ষণ (External signs) এবং অন্তর্লক্ষণ (Internal signs) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি।

পৃথিবীর পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে এক একটি নূতন মহাদ্বীপের (Continent) আবির্ভাব হয়। আমাদিগের পুরাণ শাস্ত্র এবং থিওসফিক্যাল গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ দশকোটী বৎসর।* এই দীর্ঘকাল

* Physicists are now willing to allow that the Earth may have been in existence for eight hundred million years. This is in view of the discovery of radio-active substances in the crust of the Earth.—Theosophist, vol xxxiv, p. 294.

ব্যাপিয়া পৃথিবীর সংস্থান (Configuration) বরাবর একরূপ ছিল না। ইতিমধ্যে কালের প্রভাবে এবং পৃথিবীর আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনে অনেক বার জল স্থল হইয়াছে, স্থল জল হইয়াছে, পর্ব্বত গহ্বর হইয়াছে, গহ্বর পর্ব্বত হইয়াছে। ভূবিদ্যা (Geology) এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, এখন যাহা কয়লার খনিতে পরিণত হইয়াছে এবং যে খনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রোথিত রহিয়াছে, এক কালে তাহা প্রকাণ্ড জঙ্গল ছিল এবং পৃথিবীর গাত্রে শোভা পাইত। কালবশে সেই সকল পাদপ কয়লায় পরিণত হইয়াছে এবং ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। এমন এমন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে—যাহা পর পর আট দশটি স্তরে বিন্যস্ত। এক এক স্তর হয় ত পঁচিশ ত্রিশ হাত গভীর। নিম্নতম স্তর হয় ত চারি পাঁচ শত হাত মাটীর নীচে অবস্থিত। তাহার উপর ১০, ১৫, ২০ হস্ত পরিমিত একটা জমাট বালির স্তর। তাহার উপর আবার কয়লার স্তর, আবার জমাট বালি, আবার কয়লার স্তর, এইরূপে স্তরে স্তরে সাত আট প্রস্থ কয়লার খনি উপরি উপরি সজ্জিত রহিয়াছে। * ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, যাহা স্থল ছিল তাহা ভূপ্রোথিত হইয়া তাহার উপর সমুদ্র-তরঙ্গ লীলা করিয়াছে। পরে সমুদ্র সরিয়া গিয়া বালুকাস্তূপের উপর পলি জমিয়া আবার কাননের উদ্ভব হইয়াছে। সেই কানন কয়লায় পরিণত হইয়া আবার ভূপ্রোথিত হইয়াছে। আবার সমুদ্রের লহরী খেলিয়াছে, আবার পলি পড়িয়াছে, আবার কানন ঘনীভূত হইয়াছে, আবার তাহা কয়লায় পরিণত হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে;—অর্থাৎ এইরূপে মেদিনীর পুনঃ পুনঃ উত্থান-পতন হইয়াছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, 'স্থিরা পৃথ্বী'—ইহা কথার কথা মাত্র, বাস্তবিক পৃথিবী ভঙ্গুর ও পরিবর্ত্তন-

* See Story of a Piece of Coal.—Story of Science series.

শীল এবং যুগে যুগে পৃথিবীর সংস্থানের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।* পৃথিবীর বর্ত্তমান সংস্থানের নাম পুরাণের ভাষায় জম্বুদ্বীপ। পুরাণকার বলেন যে, জম্বুদ্বীপ সপ্তদ্বীপা মেদিনীর একটী দ্বীপমাত্র। ইহার পূর্ব্বে আর চারিটি দ্বীপ ছিল (তাহাদিগের নাম ক্রৌঞ্চ, প্লক্ষ, শাল্মলি ও কুশ) এবং পরে আর দুইটি দ্বীপ হইবে (তাহাদিগের নাম শাক ও পুষ্কর)। জম্বুদ্বীপের অধিপতি বৈবস্বত মনু ; তাঁহার সন্তান আর্য্য মানবজাতি (**Aryan race**)। থিওজফিক্যাল গ্রন্থে এই আর্য্য জাতিকে পঞ্চম জাতি (Fifth race) বলা হইয়াছে। ইহা সঙ্গত কথা। কারণ, জম্বুদ্বীপের পূর্ব্বে যে চারিটি দ্বীপ ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেক দ্বীপের অধীশ্বর এক এক জন মনু ছিলেন (সেই জন্য গীতা বলিয়াছেন—"চত্বারো মনবস্তথা") এবং প্রত্যেক দ্বীপ এক একটি জাতির (Race র) লীলাভূমি ছিল। যেমন ক্রৌঞ্চদ্বীপ প্রথম জাতির, প্লক্ষদ্বীপ দ্বিতীয় জাতির, শাল্মলিদ্বীপ—যাহার ইংরাজী নাম Lemuria—তৃতীয় জাতির, এবং কুশদ্বীপ—যাহার ইংরাজীনাম Atlantis —চতুর্থ জাতির লীলাভূমি ছিল। বর্ত্তমান জম্বুদ্বীপ আর্য্যজাতির লীলাভূমি হইয়াছে। অন্য অন্য দ্বীপ যেরূপ কালবশে বিধ্বস্ত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে, সময়ে জম্বুদ্বীপও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার স্থলে ষষ্ঠদ্বীপ শাকদ্বীপ সমুদ্রের গর্ভ হইতে আকাশের উপর মস্তক উত্তোলন করিবে। ইহার স্পষ্ট লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি দ্বীপপুঞ্জ উত্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জ যখন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি মহাদ্বীপে পরিণত হইবে, তখনই শাকদ্বীপ সম্বন্ধে পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে† এবং সেই দ্বীপের

* Dr. M. Albert Nobles of Philadelphia, one of the foremost investigators, of Scismic phenomena in the United States, says that the science of Geology proves that continents, no less than human beings, have their periods of life and death.

† Dr. Nobles says—A tremendous catastrophe is impending. Not only will a large portion of the old world be swallowed up

উপর ষষ্ঠ মনুর সন্তান Sixth Race (ষষ্ঠ জাতি) বিরাজিত হইবে। তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের স্থানে স্থানে ভূমিকম্পের ব্যাপারে ভীত হইয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর উপর এক প্রকাণ্ড জলপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছেন।* এ ভীতির আপাততঃ কোন কারণ নাই। কিন্তু কালবশে আর্য্যলীলাভূমি জম্বুদ্বীপ যে পূর্ব্বগামী শাল্মলি (Lemuria) এবং প্লক্ষদ্বীপের (Atlantis) ন্যায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে জগদ্-গুরু আবির্ভূত হইয়া আর্য্যজাতির জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের অবতারণা করিবেন।

এখন যেখানে এটলাণ্টিক মহাসাগর বিস্তৃত রহিয়াছে, কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সেখানে যে একটি মহাদ্বীপ (প্লক্ষ বা Atlantis) বিদ্যমান ছিল এবং সেই মহাদেশ যে একটি সুসভ্য জাতির লীলাভূমি ছিল, এ সম্বন্ধে এখন অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।† গ্রীক মনীষী প্লেটো ইহার

but a new continent will be born in a vast stretch of Pacific waters. ....Already, too, the new Pacific continent has begun to shew itself as the result of volcanic eruptions in the Behring Sea.—Theosophist, vol 4. p. 294.

* Some two or three years ago, there was a long discussion in the British Association for the Advancement of Science at its annual meeting with regard to these volcanic eruptions and the islands, which thus suddenly had appeared. The discussion turned on the question whether the globe itself was in danger; it was pointed out that if these eruptions increased in violence and a larger land area was suddenly thrown up in the Pacific, the result of that, inevitably, would be a tremendous tidal wave—not such a tidal wave as is sometimes known in Japan but a tidal wave of enormous magnitude, which might sweep outwards from the Pacific and practically drown the world.—Herald of the Star, vol ii. p 393.

† Apart from all questions of occult research, there is a mass of testimony that lands now widely separated by the ocean show

নাম দিয়াছিলেন—অ্যাট্‌ল্যানটিস্ (Atlantis)। কালবশে সেই মহাদেশ বিধ্বস্ত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। তাহারও পূর্ব্বে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে তৃতীয় জাতির লীলাভূমি শাল্মলি দ্বীপ † (Lemuria) প্রস্থত ছিল। এ সম্বন্ধেও অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

এই মহাদেশ কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া'সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল; অতএব কাল পূর্ণ হইলে আমাদের জম্বুদ্বীপও যে জলমগ্ন হইবে এবং ষষ্ঠ জাতির মহাদেশ শাকদ্বীপ তাহার স্থান অধিকার করিবে, ইহা বিচিত্র নহে।

জগদ্‌গুরুর আগমনের দ্বিতীয় বাহ্য লক্ষণ আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে নূতন শাখা-জাতির আবির্ভাব। অনেকেই অবগত আছেন যে, মূল আর্য্যজাতি হইতে যুগে যুগে কয়েকটি শাখা-জাতির উদ্ভব হইয়াছে এবং

---

signs of former land communication between the western side of Africa and the eastern coast of America. ....There are, of course, as I say, many scientific facts, and many other points, some of them interesting, as regards the relationship between Egypt and Mexico : for in both those widely separated countries you get the same type of frescoes, the same sort of temple, indicating that from ancient Egypt people went out across the Atlantic and founded that great civilization in Mexico which the Spaniards, in their turn, destroyed.

* It is not only with regard to Atlantic that this change has taken place in the distribution of water or land, but you also find similar indications in connexion with Australia..........Research among the animals of the country shows a connecting link between Australia and Mauritius, indicating that which is, I believe, practically accepted by most evolutionists—by Hackael and so many others—that there was also a continent there named Lemuria and that continent was the cradle of the human race. Those of you who have read Heakael's book on this will remember the passage to which I refer.—Ibid p 393.

প্রত্যেক শাখা-জাতির উদ্ভবের প্রাক্‌কালে বা সমকালে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান (প্রত্ন ওকঃ) মধ্য এসিয়া হইতে যুগে যুগে জনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন জনপদে উপনিবেশ রচনা করিয়াছিল। আর্য্যজাতির প্রথম শাখা ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়া ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিল। এই সভ্যতার মূলমন্ত্র ছিল "ধর্ম্ম" এবং ইহাদিগের মধ্যে জগদ্‌গুরু ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আর্য্যজাতির দ্বিতীয় শাখা মিসরে, ক্রীটে এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে উপনিবিষ্ট হইয়া মিসরীয় সভ্যতার সূত্রপাত করিয়াছিল। এই সভ্যতার মূলমন্ত্র ছিল—"বিজ্ঞান" (Science) এবং ইহাদিগের মধ্যে জগদ্‌গুরু হার্ম্মিস্ (Hermes) রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আর্য্যজাতির তৃতীয় শাখা পারস্যে উপনিবিষ্ট হইয়া ইরাণীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই সভ্যতার মূলমন্ত্র ছিল—"শুদ্ধি" (Purity) এবং তাঁহাদিগের মধ্যে জগদ্‌গুরু (Zeroaster) জোরোএষ্টার-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আর্য্যজাতির চতুর্থ শাখা গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া কেল্‌টিক্ (Celtic) সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই সভ্যতার মূলমন্ত্র ছিল—"সৌন্দর্য্য" (Beauty) এবং ইহাদিগের মধ্যে জগদ্‌গুরু অরফিউস্- (Orpheus) রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আর্য্যজাতির পঞ্চম শাখা জার্ম্মানি, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া টিউটনিক সভ্যতার সূত্রপাত করিয়াছে। এই সভ্যতার মূলমন্ত্র— "ব্যক্তিত্ব" এবং "প্রতিযোগিতা" (Individuality and competetion) এবং ইহাদিগের মধ্যে জগদ্‌গুরু ক্রাইষ্ট-(Christ) রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন আর্য্যজাতির জীবন-নাটকে একটি নূতন অঙ্কের অভিনয় হইবার সময় উপস্থিত হইতেছে। আর্য্যজাতির ষষ্ঠ শাখার অভ্যুদয়ে যে নূতন সভ্যতার সূত্রপাত হইবে, তাহার মূলমন্ত্র হইবে—"ভ্রাতৃত্ব" (Brotherhood), "ব্যক্তিত্ব" নহে, "সমবায়" (Co-operation), প্রতিযোগিতা (Competition) নহে। এই নূতন সভ্যতার উৎস মানব-জাতিকে উন্নতির আরও উর্দ্ধতন সোপানে উপনীত করিবে। বাস্তবিক এইরূপেই মানবের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি সাধিত হয়, এবং প্রাচীন পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়া নবতর বিধানের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই জন্য কবি বলিয়াছেন :—

The old order changeth, yielding place to new

And God fulfils himself in many ways—কারণ, উন্নতিই জগতের ধারা, বিকাশই প্রকৃতির পরিণাম।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববিদ্যা-সভার জননী ম্যাডাম ব্লাভটস্কী যখন "গুপ্ত বিদ্যা" (Secret Doctrine) গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, আর্য্যজাতির ষষ্ঠ শাখা মার্কিণ মহাদেশে উদ্ভূত হইবে। ইতিমধ্যেই তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। কারণ, আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে একটি বিশিষ্ট জাতীয় শিশুর উদ্ভব হইতেছে। ইহা সাধারণ আমেরিকাবাসী হইতে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন। আমেরিকার প্রাণি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই নবতর মানবের আগমন লক্ষ্য করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই আমাদিগের প্রত্যাশিত আর্য্য-জাতির ষষ্ঠ শাখা।*

---

* In America, at the present time, a new and quite distinct type of humanity is gradually arising, and this fact is borne witness to by the report of one of the leading ethnologists of America. The report was printed in the papers issued by the Ethnological Bureau at Washington. He points out that, into that great

আর্য্যজাতির অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার যখনি আর্য্যজাতির নূতন শাখার উদ্ভব হইয়াছে, তখনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষকরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে ঘটনা বার বার পাঁচ বার ঘটিয়াছে, এবারে কি তাহার ব্যত্যয় হইতে পারে? জগদ্‌গুরু যখন ভারতবর্ষে ব্যাসরূপে, মিশরে হারমিস্‌রূপে, ইরাণে জোরোয়াষ্টাররূপে, গ্রীসে অরফিউসরূপে, এবং জুডিয়ায় যীশুখৃষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন আর্য্যজাতির ষষ্ট শাখার উদ্গমসময়ে তিনি কি উদাসীন থাকিবেন? আর্য্যজাতির শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার প্রৌঢ় দশায় তাহা কি অসম্পন্ন থাকিবে? অতএব ইতিহাসের শিক্ষা যদি অমূলক না হয়, জাগতিক ব্যাপার যদি একটা যদৃচ্ছাজাত খামখেয়াল না হয়, তবে, আমেরিকায় আর্য্যজাতির ষষ্ঠ শাখার উদ্ভবে আমরা জগদ্‌গুরুর আশু আবির্ভাবের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। *

এতক্ষণ আমরা জগদ্‌গুরুর আগমনের বাহ্য লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। অতঃপর তাঁহার আগমনের অন্তর্লক্ষণের কিছু আলোচনা করিব। পৃথিবীর উপর দিয়া যে কালের ধারা বহিয়া গিয়াছে, আর্য্য

melting pot as we might call it, of America, all European nations are pouring large numbers of their population. In that Republic, with the mixture of all these European types, there is gradually growing up a new type, distinct from all of them, and this type is rapidly becoming more and more numerous, and may fairly be called the coming American type.—Herald of the Star, vol iii, p 391.

* If we find that with each new sub-race a new religion and a new civilisation appear, it is not unnatural to suppose that the history of the past will be repeated in the present; that "with the coming of a new sub-race, there will be a new religious impulse and on that, and moulded by it, a new impulse of civilisation.—Mrs. Annie Besant in Herald of the Star, vol iii, p 461.

ঋষিরা সেই প্রবাহকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। যুগের ইংরাজী নাম Age। এক যুগ চলিয়া যায়, অন্য যুগ আসে। দুই যুগের মধ্যে যুগ-সন্ধি। যখন এক যুগ গতপ্রায়, অন্য যুগ আগতপ্রায়, সেই কালকে যুগ-সন্ধি বলে। তখন প্রাচীন যুগের বিজয়া এবং নবীন যুগের আগমনীর সময়। যদি আমরা জগতের প্রতি অবহিত হইয়া দৃষ্টিপাত করি, তবে আমরা দেখিতে পাই যে, এক্ষণে আমরা এক যুগ-সন্ধির ক্ষণে উপনীত হইয়াছি। প্রাচীন যুগের সূর্য্য যেন পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে, এবং নবীন যুগের ঊষা পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিতেছে। প্রত্যেক বিভাগে একটা স্তম্ভন, একটা স্থগনের ভাব লক্ষিত হইতেছে—ইংরাজিতে ইহাকে বলে Deadlock। কি ধর্ম্মে, কি বিজ্ঞানে, কি সুকুমার কলায়, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, সর্ব্বত্র মানবের চিন্তা ও চেষ্টা, উদ্যম ও উৎসাহ যেন স্তম্ভিত—স্থগিত হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রে একটা অবসাদ, একটা নিশ্চেষ্টতা, একটা নিষ্ফলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। কে ইহার প্রতীকার করিবে? কে এই রুদ্ধ জীবন-স্রোতকে সজীবতা ও গতি দান করিবে?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট সর্ব্বক্ষেত্রে এই সর্ব্বনাশী Deadlock প্রদর্শন করিয়া কয়েকটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়াছিলেন; সেই সকল বক্তৃতা পরে গ্রন্থাকারে The Changing World নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া আমরা নিম্নে কয়েকটি কথা বিবৃত করিলাম। অভিজ্ঞ পাঠক তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, জগতের সঙ্কট সন্ধি-স্থলে জগদ্‌গুরুর আগমন সম্ভব ও সঙ্গত কি না? *

* If you look around you on every side you will see the signs of *a closing age;* thoughts have reached a point beyond which they cannot continue on the old lines and in the old methods—that is which I have called a deadlock * * so that in

প্রথমতঃ ধর্ম্মে। ধর্ম্ম যত দিন সজীব ও প্রাণবন্ত থাকে, তত দিন ইহার ভিত্তি প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা সাক্ষাৎকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, মানব তত দিন কেবল আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলে না—

"অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

কিন্তু সাহস করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম।"

'আমি সেই পরম পুরুষকে জানিয়াছি।'

"অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্‌।"

'আমি জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, দেবতাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি।' তখন ধর্ম্মের প্রাণ থাকে mysticism (ধ্যানরস), অপরোক্ষানুভূতি—ভগবানের সহিত নিবিড় মিলন।* তখন জীব যীশুখৃষ্টের সহিত সমস্বরে বলিতে থাকে—the kingdom of heaven is within you—'স্বর্গরাজ্য বাহিরে নহে, তোমার অন্তরের মধ্যে।' কিন্তু যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, যখন ধর্ম্মের সজীব ভাব চলিয়া যায়, তখন ধর্ম্ম অনুভূতির বিষয় না হইয়া বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হয়। তখন ধর্ম্ম পরোক্ষ উপদেশে এবং তর্কে ও বাক্যে পর্য্যবসিত হয়। তখন ঋষির স্থানে 'ঋষভ' প্রতিষ্ঠিত হন, প্রফেটের (prophet) স্থান 'পুরুত' গ্রহণ করেন। তখন মানুষ বলিতে আরম্ভ করে—

'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।'

---

the great departments of human thought and human activity, it seems as though we could go no further along the old lines.—The Changing World, p 3.

* সেইজন্য একজন অভিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন,—

Mysticism is the temperamental reaction to the vision of reality.—Evelyn Underhill's Introduction to Kabir.

যত দিন না সেই ধর্ম্মের মধ্যে আবার তত্ত্বদ্রষ্টা সাক্ষাৎকর্ত্তা পুরুষ আবির্ভূত হন, তত দিন সে ধর্ম্ম জীবন্মৃত থাকে, নবজীবন লাভ করিতে পারে না। কারণ, দ্রষ্টা পুরুষই ধর্ম্মমন্দিরের প্রকৃত স্তম্ভ। *

সম্প্রতি ধর্ম্মজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সর্ব্বত্রই এই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ফলে ধর্ম্মজীবন নিষ্ফল আড়ম্বরে, কোথায়ও বা অন্ধ কুসংস্কারে এবং প্রায় সকল স্থলে প্রচ্ছন্ন জড়বাদে পরিণত হইয়াছে। দূরদর্শী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের এই গ্লানি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের মধ্যে mysticismর পুনরাগমন না হইলে, ধর্ম্মের শুষ্কভূমি ধ্যানরসের দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে, প্রতীকারের জন্য আশা নাই। এজন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের একজন ধর্ম্মাচার্য্য (Dean of St Paul) † বলিতেছিলেন যে, জড়বাদ বরং ভাল ছিল; কারণ, তদ্দ্বারা জীবনের কতকগুলি সমস্যার মীমাংসা হইতে পারিত; কিন্তু এখন অবিশ্বাস ও সংশয়বাদের প্রচারে খৃষ্টীয় জগতে

---

* সেইজন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্য ওরিজেন (Origen) বলিয়াছেন,—

'It is necessary for the Christian Church to have in it many *Gnostics* * * as the pillars on which it should be reared.—The Changing World, p 145.

† The Dean of St. Paul in his Essex Lectures points out that things have been changing with regard to religion, to Christianity, that the materialistic hypothesis that was brought against it has broken down, is insufficient ; it, he says, was at least a coherent and a rational scheme, explaining some of the things around us. Now men in the Churches are looking for some other foundation, there seems a danger of their falling into scepticism, And he goes on to say that he believes that Mysticism, the testimony of the Mystics does offer the foundation that religion is seeking, and that the mystics possess that which the religious world is craving for today.

একটা নীরসতা ও শুষ্কভাবের প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে—যাহা ধর্ম্ম-জীবনের বিশেষ অকল্যাণকর। ইনি খৃষ্টীয় দেশের কথা যাহা বলিলেন, বোধ হয়, পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল জাতির সম্বন্ধেই সেই কথা বলা চলে। এই জগদ্‌ব্যাপী নীরসতার রাজ্যে ধর্ম্মের পূতধারা পুনঃ প্রবাহিত করিতে হইলে, ধ্যানঘন জগদ্‌গুরুর পুনরাগমন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

ধর্ম্মরাজ্য ছাড়িয়া যদি আমরা বিজ্ঞানরাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? এখানেও সেই স্থগন-স্তম্ভনের ভাব (Deadlock) *। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানা বিভাগে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন যেন বিজ্ঞান সফলতার সীমানায় উপনীত হইয়াছে, আর যেন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, উভয় বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়; এইজন্য বিজ্ঞানাচার্য্য লর্ড কেল্‌ভিন কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—"The word 'failure' is writ large on most of the attempts of Science during the last 50 years."

অর্থাৎ "বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞানের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রের চেষ্টার ললাটে 'নিষ্ফলতা' শব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে।" এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ, বিজ্ঞান এখন যে ভূমিকায় উপনীত হইয়াছে, সেখানে বিজ্ঞানের পরিচিত যন্ত্র-তন্ত্রে আর কার্য্যোদ্ধার হইতেছে না। † দৃষ্টান্তস্বরূপ পরমাণুর

* "We find that all the sciences are coming up to the borderland in which their methods fail them, and their senses no longer answer to the delicacy of the waves that beat upon them from the outer world. * * * *

"In Psychology, as in Chemistry, Physics, and Electricity, there is a deadlock—The Changing World, pp 18-19.

† "Thus Science is daily approaching more nearly to the boundaries of its present field of work, namely, the physical plane".—Some Recent Advances in science by Dr. Richardson Ph. D., p 20.

কথা ধরুন। সম্প্রতি পরমাণুকে লইয়া অনেক আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে—কিন্তু পরমাণু যত দিন না বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তত দিন এ সকল আলোচনা আন্দাজির নামান্তর। যদি পরমাণুকে আমাদের দৃষ্টিপথে আনিতে হয়, তবে অণুবীক্ষণকে অন্ততঃ ১০৯ গুণ তীক্ষ্ণতর করিতে হইবে, * অথচ বিগত ৭০ বৎসরের বিবিধ চেষ্টায় অণুবীক্ষণ মাত্র ৯ গুণ তীক্ষ্ণতর হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসরণে সাফল্যের আশা কোথায়? অথচ যে সকল সমস্যা এখন বিজ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত, তাহার সমাধান অত্যাবশ্যক।

আর এক কথা। বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে সফলতা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, বিজ্ঞানের এখনও কৈশোর দশা, বিজ্ঞান এখনও সফলতার উচ্চ-চূড়ায় উঠিতে পারে নাই, জ্ঞানের প্রাংশুলভ্য ফলের আশায় বিজ্ঞান এখনও উদ্বাহু বামনের ন্যায় দণ্ডায়মান। সেইজন্য একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন † যে, নবকিশোর বিজ্ঞান এখনও প্রকৃতি-গ্রন্থের মাত্র 'ক' 'খ' প্রভৃতি প্রথম অক্ষর আবৃত্তি করিতেছে, যে মহাগ্রন্থের দুর্ব্বোধ্য পংক্তি ঋষিদিগের স্বাধ্যায়ের বিষয়।

বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান; যেখানে বিজ্ঞানের শেষ, সেইখানে প্রজ্ঞানের আরম্ভ।—এমন সময় আসিয়াছে—যখন প্রজ্ঞান বিজ্ঞানের হাত ধরিয়া না তুলিলে উপায় নাই। উভয়ে বিরোধ ভুলিয়া, বাহুবদ্ধ হইয়া, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই জ্ঞান-মন্দিরের

---

* Dolbear's Matter, Ether and Motion.

† "The science of to day is but in its infancy, representing but the *first few letters* of the great nature book, "written in celestial hieroglyphs of which even prophets are happy that they can read here a line and there a line."—Some Recent Advances in science by Dr. A. Richardson, p 15.

গর্ভগৃহের গুপ্তদ্বার মানবের জন্য উদ্ঘটিত হইবে। বিজ্ঞানকে এই পথে চালিত করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিককে এইরূপে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য, একজন মহা বৈজ্ঞানিক, একজন প্রাজ্ঞানিক আবির্ভূত হওয়া চাই। জগদ্গুরু (আমরা যাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি,) তিনি ভিন্ন এমন পুরুষ কে?

বিজ্ঞান-রাজ্য ছাড়িয়া আমরা যদি কলারাজ্যে (Fine Arts) প্রবেশ করি, সেখানেও প্রকৃষ্ট অরাজকতা দেখিতে পাই। সুকুমার কলা (Fine Arts) রসাত্মক বস্তু,—রসো বৈ সঃ। ইহার প্রাণ সজীবতা ও মৌলিকতা। কলা-বধূ যদি পরপথগামিনী হয়, যদি স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়া হীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। * সম্প্রতি কলাবিদ্যার এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। পুরাতন প্রণালী পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, অথচ নূতন এখনও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই † যুগ-সন্ধির সময় এইরূপই হয়। পুরাতন বার্দ্ধক্যের ফলে পঙ্গু হইয়া পড়ে, অথচ নূতন তখন পর্য্যন্ত আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে, কলা-রাজ্যে একটা নব উদ্দীপনার প্রয়োজন, একটা নব-বিধান অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। যিনি নিখিল কলানিধি, যিনি অখিল

* You may see it in your works of art. They are not creative but imitative, and that is the sign that Art along that line has reached its ending and must find a new inspiration.—The Changing World, p. 23.

† When you look at Art, the old canons on which we elder people were all brought up are all going. We find all sorts of new ideas. In many cases they are not satisfactory at present. In all sorts of directions we see old foundamental ideas being thrown aside.—C. W. Leadbeater in the Herald of the Star, vol v, p. 60.

রসামৃত-সিন্ধু, সেই জগদ্‌গুরু ভিন্ন কে এই কলারাজ্যে নব জাগরণ আনয়ন করিবে, নববিধানের প্রতিষ্ঠা করিবে? ভাবরাজ্যের 'ওপার হতে' যে আনন্দ ভাসিয়া আসিতেছে, অথচ উপযুক্ত আধারের অভাবে যাহাকে আমরা ধারণ করিতে পারিতেছি না, একা তিনি ভিন্ন কে আর আমাদিগের নবীন আশা, নবীন উদ্যম, নবীন আদর্শকে নবতর আকার দান করিয়া সেই আনন্দকে ঘনীভূত করতঃ কলারাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিবে? *

চিন্তা-রাজ্য ছাড়িয়া যদি আমরা বস্তুরাজ্যে অবতরণ করি, ভাবের আকাশ হইতে যদি সমাজের কঠিন মাটীতে নামিয়া আসি, সেখানেও এই অরাজকতার সমস্যা আমাদের সম্মুখীন হইবে, এই অশান্তির ধূলি-পটল আমাদের মনশ্চক্ষে পতিত হইবে। পৃথিবীর যে দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, অশান্তি-পিশাচ তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। তাহার এক হস্তে অতুল বৈভব, অফুরন্ত বিলাস, অন্যায্য ব্যসন—অন্য হস্তে নিদারুণ দারিদ্র্য, নিষ্করুণ পেষণ, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ! সর্ব্বত্র কলহ ও বিদ্রোহ, অসদ্ভাব ও অত্যাচার। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভৃত্য, মহাজন-শ্রমজীবী, কোথাও সদ্ভাব, সৌভ্রাত্র, শীলতা দেখা যায় না। †

* The Artist has yet to come to this civilization – the man who can see, through the forms of the present, the divine idea which is striving to express itself in new ideals, new hopes, new powers.—The Changing World, p. 23.

† But in the social conditions of our day thousands and millions of human beings are suffering, suffering starvation, suffering ill-shelter and ill-clothing : the chiidren suffering because they are under-fed, and their whole lives handicapped by the hardships of their boyhood and their youth. Unrest every where, strikes and lock-outs, everywhere capital arrayed against labour, labour arrayed against capital : wherever you look in the civilised world, you have the breaking down of a civilisation which is based on selfishness, and, therefore cannot endure.

সেইজন্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমাজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীমতী এনি বেসান্ত এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"সমাজের দুর্দ্দশা অসহনীয়, এ অবস্থা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজ আপনার ভারে আপনি ভূমিসাৎ হইবে। সমাজের উর্দ্ধস্তরে অনর্থক অর্থ—নিম্নস্তরে অসহ্য দারিদ্র্য।" * সামাজিক মনীষীরা সময়ে সময়ে এই দুর্দ্দশার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের এ চেষ্টা ক্ষত-বিক্ষত সমাজদেহের স্থানবিশেষে প্রলেপ-প্রয়োগ মাত্র; যাহাকে ইংরাজীতে 'Tinkering Legislation' বলে। এরূপ মুষ্টিযোগ-প্রয়োগে বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই, হইবেও না; কারণ, ক্ষত এক স্থানে শুকাইবে, দশ স্থানে নূতন মুখে দেখা দিবে। অতএব এরূপ কোন সমীচীন রসায়নের ব্যবস্থা করা চাই—যাহাতে রোগগ্রস্ত সমাজদেহ আমূল সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইতে পারে। ইউরোপে যাঁহাদিগকে "socialists" বলে, তাঁহারা সময়ে সময়ে এইরূপ রাসায়ন প্রয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবস্থার মূলমন্ত্র এই যে—ধনীকে নির্ধন কর, উচ্চকে নীচ কর, 'মুড়ী মিছরীর এক দর' কর,—এক কথায় সমাজে একাকার কর। একাকার প্রলয়ের দশা, সৃষ্টি বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। "একোঽহং বহু স্যাম্" ইহাই সৃষ্টির প্রথম বাণী। আর এক কথা, যে সমাজ-সংস্কারেয় মূলতত্ত্ব 'আদান'—'প্রদান' নহে, সংগ্রহ—বিসর্গ নহে, যাহার ভিত্তি স্বার্থপরতা—পরহিতৈষণা নহে, যাহার কেন্দ্রে 'অহং'—'ত্বং' নহে, বিধাতার সৃষ্টিতে সে সংস্কার টিকিতে পারে না। প্রকৃত Socialismএর ভিত্তি আত্মত্যাগ—আত্মপ্রতিষ্ঠা নহে, পরার্থ—স্বার্থ নহে। তত্ত্বসভার প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম

---

* The social state is intolerable; it cannot endure: it will be broken down by its own weight, the weight of useless wealth on one side, the weight of horrible misery on the other. Some remedy must be found either by revolution or by teaching.

ব্ল্যাভ্যাট্‌স্কীকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনি কি Socialist ?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"যে Socialism পরিগ্রহ করে—দান করে না, সংগ্রহ করে—ত্যাগ করে না,—আমি সেরূপ Socialismকে বিশ্বাস করি না।"* বস্তুতঃ সমাজ-রক্ষার অক্ষয় কবচ—ত্যাগ; সমাজ-উদ্ধারের মর্ম্মবাণী—বিসর্গ। যিনি ত্যাগের সচল মূর্ত্তি—যাঁহার জীবন ত্যাগ-মন্ত্রে গঠিত, সেই মহাত্যাগী জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব ভিন্ন সমাজের বর্ত্তমান অশান্তি, অসদ্ভাব, অত্যাচার অবিচারের প্রতীকার অসম্ভব। এই জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের পার্লামেণ্ট সভার এক জন প্রবীণ সভ্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন ভিন্ন সামাজিক বিশৃঙ্খলার কোনই প্রতিবিধান হইবে না। সেই ধ্যানরাজই এই সামাজিক অরাজকতার সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন। তাঁহার মহাত্যাগের আদর্শে—তাঁহার সর্ব্বোৎসর্গের আলোকে পৃথিবীর আকাশে নূতন উষার উদয় হইবে এবং এই দুঃখদারিদ্র্য-নৈরাশ্য-পীড়িত সমাজ-মরুভূমে নন্দনবনের শোভা ফুটিয়া উঠিবে।

রাষ্ট্র ছাড়িয়া যদি আমরা অন্তঃরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আরও প্রবলতর অশান্তি, প্রকাণ্ডতর বিপ্লবের উদ্ভূত রূপ দেখিতে পাই। এই যে ইউরোপে প্রচণ্ড যুদ্ধদাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—যাহাতে প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য জাতি ভস্মীভূত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, যাহার উত্তাপে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রফুল্ল কমল বিশুষ্ক হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই দাবানলের উৎপত্তি কোথা হইতে? এত বড় অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইলে অনেক কাষ্ঠ পুঞ্জীভূত করিতে হয়। সে ব্যাপার এক আধ বৎসরে

---

* I remember that one day when H. P. Blavatsky was asked : "Are you a socialist ?" Her answer was, "I believe in the socialism that gives ; I do not believe in the socialism that takes." There lies the keynote of the future.—The Changing World, p, 44.

সম্পন্ন হয় না, এক জন দুই জন জাতির বা ব্যক্তির চেষ্টাতেও হয় না। বাস্তবিক ইউরোপে আমরা এখন যে অন্তঃরাষ্ট্র বিপ্লবের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিতেছি, এই বিপ্লবের উদ্যোগ আয়োজন অনেক বৎসর ধরিয়া হইতেছিল। যদি আমরা জ্ঞান-নেত্রে ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মহাভারতের সময় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্র বাধিবার পূর্ব্বেও ইউরোপেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছিল। আমাদের জাতীয় কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার রৈবতক কাব্যে ভারতবর্ষের ঐ চিত্র অমর তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন ঃ—

"শুধু হস্তিনায় নহে। এই হিংসা-বিষ
সমস্ত ভারতবর্ষে, মগধে, চেদিতে,
হইতেছে বিধূমিত। প্রত্যেক নৃপতি,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল মত, রয়েছে চাহিয়া
নিজ-প্রতিবাসী পানে। ভাবিছে সুযোগ
বজ্রলম্ফে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কখন্।
দহিয়া দহিয়া এই হিংসার অনলে
কমলার পদাশ্রিত বাণিজ্য-কমল,
জ্ঞানের সহস্রদল ভারতী-আশ্রয়,
শুকাইছে ; পড়িয়াছে হেলিয়া পশ্চিমে
আর্য্য-সভ্যতার রবি।"

অন্যত্র কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখে ভারতের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"ভারত অদৃষ্টাকাশে চারি দিকে, প্রভো!
হইতেছে যে বিপ্লব-নীরদ-সঞ্চার
খণ্ড খণ্ড ; ছুটিতেছে মন্থর-গতিতে
মিলিতে কোথায় ভীমাকারে, কোথায় বা

আঘাতিয়া পরস্পরে হইতে বিনাশ,
করিতে ভারতভূমি মহর্ষি! আবার
ঝটিকায় বিদলিত, শোণিতে প্লাবিত।
সাজিতেছে জরাসন্ধ,—দুই পার্শ্বে তার
শিশুপাল, ভগদত্ত, উত্তর-ভারত
সুসজ্জিত পৃষ্ঠদেশে, বিপুল-বিক্রমে
ডুবাইয়া দ্বারাবতী সমুদ্রের জলে,
সমুদ্র-প্রতিম সৈন্যে প্লাবিতে ভারত।
হস্তিনা হিংসায় মত্ত ক্ষিপ্তগ্রহমত
আঘাতিতে ইন্দ্রপ্রস্থ। ভারত তখন
হইবেক কেন্দ্রভ্রষ্ট, আর রাজ্য যত
গতিভ্রষ্ট গ্রহমত একে অন্যতরে
আঘাতিবে,—কিবা ঘাত! কিবা প্রতিঘাত!
কি ভীষণ সংঘর্ষণ, বিপ্লব ভীষণ,
ঘটিবে তখন, প্রভো! ভাবিতে না পারি।"

'রৈবতকে'র সপ্তদশ সর্গে কবি রূপকের ভাষায় ভারতের তদানীন্তন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন:—

"পশ্চিমে চাহিয়া দেখ!—
কি ভীষণ চিত্র এক!
অসংখ্য গৃধিনী, কিবা বিকট-দর্শন!—
কেবা সে দেবী, গোবিন্দ,
—কিবা মুখ-অরবিন্দ!—
খণ্ড খণ্ড করি যারে শকুন নির্ম্মম,
কেহ হস্ত, কেহ পদ, করিছে ভক্ষণ?

বিধিতেছে পরস্পরে,
কি হিংসা কটাক্ষ শরে !
একে অন্যগ্রাস যেন লইবে কাড়িয়া,
একে অন্যে আক্রমণ
করিতেছে ঘন ঘন,
কিবা পাকসাট ! কিবা চীৎকার ভীষণ !
পশিতেছে কর্ণে যেন আকুলিয়া মন।”

বলা বাহুল্য, এ চিত্র তদানীন্তন ভারতের চিত্র ; আর ঐ দেবী আর্য্য-লক্ষ্মী—ভারত-মাতা।

“চিত্র ভারতের, পার্থ ! আর্য্য লক্ষ্মী দেবী
খণ্ড দেহ, খণ্ড দেশ ;
দেখ গৃধ্র নির্ব্বিশেষ
ভারত নৃপতিগ্রাম ! দেখ দুর্ব্বিসহ
বর্ত্তমান ভারতের চিত্র শোকাবহ !”

এই চিত্রের সহিত বর্ত্তমান ইউরোপের অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেখানেও খণ্ড জাতি—খণ্ড দেশ ; সেখানেও শকুনি-গৃধিনীর উৎপাত—সেখানেও হিংসার কটাক্ষ-শর, ঘন ঘন আক্রমণ, পাক্‌সাট ও বিকট চীৎকার। ভারতের এই দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্যই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। খণ্ড-ভারতে মহাভারত স্থাপনই শ্রীকৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা।

“বাঁধি ধর্ম্মনীতি-পাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদজ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব-মর্ম্ম,—
এক জাতি এক ধর্ম্ম ;

এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
সমগ্র মানব প্রজা রাজা নারায়ণ!

*　　*　　*

এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্ব্বভূতহিত;
সাধনা নিষ্কাম-কর্ম্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,—
একমেবাদ্বিতীয়ং! করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।

ইউরোপে সম্প্রতি যে মহা কুরুক্ষেত্র অভিনীত হইতেছে, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রুসদেশীয় বিখ্যাত জননায়ক প্রথিতনামা কাউণ্ট টল্‌স্‌টয় মহোদয় ১৯১০ সালে তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর।

"The great conflagration will start about 1912, set by the torch of the first arm in the countries of South-eastern Europe. It will develop into a destructive calamity in 1913. In that year I see all Europe in flames and bleeding. I hear the lamentations of huge battle-fields. But about the year 1915, a strange figure from the North—a new Napoleon—enters the stage of the drama. He is a man of little militaristic training, a writer or a journalist, but in his grip most of Europe will remain until 1925. The end of the great calamity will mark a new political era for the old world. There will be left no Empires or Kingdoms, but the world

will form a federation of united states of Nations. There will remain only four great giants, the Anglo-Saxons, the Latins, the Slavs, and the Mongolians."

য়ুরোপীয় মহাকুরুক্ষেত্রের ফলে যদি পাশ্চাত্য জাতিরা গৃহ-বিবাদ ত্যাগ করিয়া এক মহাযুক্তরাজ্যে মিলিত হয়, তবে পৃথিবীতে এক নব-যুগের সূত্রপাত হইবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার এক অভিনব অধ্যায় উদ্‌-ঘাটিত হইবে। এই প্রসঙ্গে টল্‌স্‌টয় মহোদয় এক দ্বিতীয় নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর য়ুরোপে নাকি এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে।

১৯০৮ সালে তত্ত্ববিদ্যা সভা হইতে প্রকাশিত 'থিয়োসফিষ্ট' পত্রিকায় এইরূপ এক মহাপুরুষের আগমন সূচিত হইয়াছিল। ঐ সময় শ্রীযুত লেড-বিটর মহোদয় পৃথিবীর ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়া-ছিলেন যে, যে মহাপুরুষ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে জুলিয়াস সিজাররূপে ইটা-লীতে আবির্ভূত হইয়া রোমক সাম্রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি আবার ইউরোপে আবির্ভূত হইয়া জাতি-রাজ্য-নির্ব্বিশেষে এক মহাযুক্তসাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন—যেখানে সৌভ্রাত্র ও সম্প্রীতি কলহ ও বিদ্বেষের স্থান অধিকার করিবে। টল্‌স্‌টয়-কথিত দ্বিতীয় নেপোলিয়ান ও লেড্‌বিটর-উদ্দিষ্ট জুলিয়াস সিজার কি একই ব্যক্তি?

এই দ্বিতীয় নেপোলিয়ান ভূতপূর্ব্ব জুলিয়াস সিজার হউন কিংবা না হউন, তিনি যে জগদগুরুর জন্য রথ্যারচনা করিবেন, তাঁহার আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার করিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের সমর-কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, আবার যখন শান্তি-সুধাকরের উদয় হইবে, তখনই জগদ্‌গুরু শান্তিদেবের (খৃষ্টানেরা যাঁহাকে Prince of Peace বলেন) আবির্ভাব সম্ভব হইবে। এ সম্বন্ধে এক জন প্রতিভাবান্ চিত্রকর কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশাল রণভূমি—শব-

পূর্ণ, কামান-বন্দুকের ধূমাচ্ছন্ন, শিবা-গৃধিনী-সমাকুল, আহত-মুমূর্ষু-মুখরিত —দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে। তাহার সর্ব্বত্র রক্ত-নদী শত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে—উপরে রক্ত, নীচে রক্ত, আশে পাশে সর্ব্বত্র রক্ত। সেই রক্তের উপর দাঁড়াইয়া শান্তিমুখে বরাভয়হস্তে শান্তিদেব জগদ্‌গুরু— বদনে কি করুণা, দেহে কি জ্যোতিঃ, সর্ব্বাঙ্গে কি মহিমা! এ চিত্র কেবল কল্পনা নহে—ইহা বাস্তব-মণ্ডিত, ভবিতব্য-প্রদর্শক। বস্তুতঃ যুদ্ধের ফলে জাতিতে জাতিতে যে হিংসাবিষ সঞ্চারিত হইয়াছে, দেশে দেশে যে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে মনে হয়, একমাত্র মৈত্রীর অবতার মৈত্রেয়দেবের, প্রেমের গুরু জগদ্‌গুরুর আগমন দ্বারাই ইহার নিবৃত্তি হইতে পারে। নতুবা পাশ্চাত্য জাতিরা উত্তরাধিকার-সূত্রে এই হিংসা-দায় (Legacy of Hate) প্রাপ্ত হইয়া যুগযুগান্ত কলহ ও বিদ্বেষের অনুশোচনা করিবে।

আজ যদি জগদ্‌গুরু সত্য সত্যই আসেন, তবে ধর্ম্মে রাষ্ট্রে সমাজে, বিজ্ঞানে ও কলাবিদ্যায় সর্ব্বত্র নব জাগরণের সঞ্চার হইবে,—নব বসন্তের আবির্ভাব হইবে। ধর্ম্ম mysticism দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অনুভূতির ভিত্তিতে নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিবে এবং ধর্ম্মে ধর্ম্মে কলহ তিরোহিত হইয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইবে। * রাষ্ট্রে জাতি-রাজা-নির্ব্বিশেষে

* এ সম্বন্ধে ফরাসী মনীষী বার্গসন অন্য ভাবে কয়েকটি সার কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

It will then be clear to all that, mere material civilisation, when it presumes to be self-sufficing, and still more when it is the servant of low and morbid appetites, may lead to the worst barbarism. It cannot ever ensure lasting power, for it can only build up a machine, and the best machine wears out, whereas moral force finds ever fresh strength in itself, as if a soul were to rebuild the body it occupies. Thus attention will be paid to psychological, moral, social matters, not centered on material

এক যুক্ত-মহাসাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে এবং সেখানে সৌভ্রাত্র ও সম্প্রীতি, হিংসা ও বিদ্বেষের স্থান অধিকার করিবে। সমাজে প্রতিযোগিতার স্থানে সমবায় (co-operation) এবং স্বার্থের স্থানে পরার্থ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহার ফলে অত্যাচার এবং অবিচার, দারিদ্র্য ও নৈরাশ্য, দুঃস্বপ্নের ন্যায় তিরোহিত হইবে। বিজ্ঞানে এবং কলাবিদ্যায় নূতন উদ্যম এবং নবতর বিধান প্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন আদর্শ ও নূতন সাফল্যের সূচনা হইবে। স্বর্গরাজ্য আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে এবং দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে উচ্চারিত যীশুখৃষ্টের বাণী নূতন সফলতা লাভ করিবে। *—

"Behold I make a new heaven and a new earth in which righteousness shall dwell."

মানবের এই আশা-প্রতীক্ষা কি সফল হইবে না? দীনদয়াল জগদ্-

things ; the evolution that has long seemed possible and probable will come to be. As the nineteenth century was the age of physical science, the twentieth will be that of moral science.

বার্গসনের কথার সার এই যে, যে সভ্যতা জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা আত্মম্ভরী স্বার্থসার, যাহা পশুবৃত্তির দ্বারা চালিত, সে সভ্যতা কখনও স্থায়ী হয় না। ইহার ফলে মানুষ মানুষ থাকে না, প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়। বার্গসন আশা করেন যে, যুদ্ধের অব্যবহিত ফলে পাশ্চাত্য জনগণ জড়বাদ ছাড়িয়া অধ্যাত্মবাদে মনোনিবেশ করিবেন এবং ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ এই সকল বিষয়ে চিন্তা প্রয়োগ করিবেন এবং উনবিংশ শতাব্দী যেমন বিজ্ঞানযুগ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, বিংশ শতাব্দী ঐরূপ ধর্ম্মনীতির যুগ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

* এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া একজন পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন:—

Out of the wreck and chaos
Of the order that used to be
A strong new race shall take its place
In a world we are yet to see.

—*Lady Byron.*

গুরু কি আর্ত্ত জগতের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিবেন না? তাঁহার আবির্ভাবের এত উদ্‌যোগ আয়োজন, এত পূর্ব্বলক্ষণ, সবই কি মরীচিকা মাত্র হইবে? ইহা সম্ভব নহে, ইহা উচিত নহে; এরূপ কখনই হইবে না। যাঁহারা জগদ্‌গুরুর গণ, যাঁহারা তাঁহার চিহ্নিত দাস, যাঁহারা ধ্যানযোগে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রচার করিতেছেন যে, জগদ্‌গুরু হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায় ভারতবর্ষে অবতরণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছে। সুনীল আকাশ তাঁহার চন্দ্রাতপরূপে বিদ্যমান। ঐ আকাশতলে জগদ্‌গুরুর কেতন (symbol) পঞ্চাগ্র তারকা স্নিগ্ধ জ্যোতিতে দীপ্তিমান। এই জ্যোতি যাহাতে অচিরে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়, জগদ্‌গুরু যাহাতে হিমাচলের ঊর্দ্ধ-চূড়া হইতে ভারতের উপত্যকায় অচিরে আবির্ভূত হন, আসুন, তজ্জন্য আমরা সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে তাঁহার আবাহন করি:—

হে দেব-মানবের শিক্ষক পরমগুরু ধর্ম্মপালক পরমর্ষিদেব! আমাদের এই পাপতাপ-ক্লিষ্ট হিংসা-জর্জ্জরিত বসুন্ধরায় আব একবার আবির্ভূত হও; জগৎ তোমার আশাপথ চাহিয়া আছে, নরনারী তোমায় প্রতীক্ষা করিতেছে; তোমার শান্তিপাঠে জনগণের কলহ অন্তর্হিত হউক, জাতি-জাতির বর্ণ-বর্ণের বিবাদ প্রশমিত হউক; এস প্রভু! তোমার প্রেমের শক্তিতে, তোমার ঐশ্বর্য্যের মহিমায় এস, এই আর্ত্ত জগৎকে পরিত্রাণ কর।'

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং।

আসুন, আমরা সঙ্গত হইয়া সমস্বরে আবাহনা করি—

সমানা ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা সমান হউক, আমাদের হৃদয় একতান হউক!!